জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৬৮ ● ১৩ নভেম্বর, ২০২৫ ● ২৬ কার্তিক ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 168 ● JAGO BANGLA ● THURSDAY ● 13 NOVEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

জঙ্গি হামলাই

২৬ জানুয়ারি দিল্লিতে বিস্ফোরণের ছক ছিল। ধৃত ১৫ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে। তুরস্কে বসে এই হামলার ছক। দিনের শেষে প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করেছেন, লাল কেল্লার গায়ে জঙ্গিহামলাই হয়েছিল

জাঁকিয়ে শীত নয়

তাপমাত্রা নেমেছে স্বাভাবিকের নিচে। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। শুষ্ক আবহাওয়া। বুধবার কলকাতার তাপমাত্রা নামল ১৭ ডিগ্রিতে। তাপমাত্রার পতন হলেও এখনই জাঁকিয়ে শীত নয়

বৃষ্টি সংরক্ষণে বাংলার দুই প্রতিষ্ঠানের নজির, স্বীকৃতি

সরকারি প্রকল্পের স্বচ্ছতার জন্য জিও ট্যাগ চালু করছে নবান্ন

এশিয়ার প্রথম মহিলা ব্যক্তিত্বকে আন্তর্জাতিক সম্মান জাপানের

উন্নয়ন ও নারী ক্ষমতায়নের স্বীকৃতি মুখ্যমন্ত্রীকে ডি'লিট

প্রতিবেদন : আন্তর্জাতিকস্তরে আরও এক মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝুলিতে। মুকুটে যুক্ত হল নয়া পালক। উন্নয়ন ও নারী ক্ষমতায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ মুখ্যমন্ত্রীকে সাম্মানিক ডি'লিট সম্মানে ভূষিত করে জাপানের ওকায়ামা বিশ্ববিদ্যালয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধায় এশিয়ার প্রথম মহিলা হিসেবে এই সম্মান পেলেন। বুধবার কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ডি'লিট সম্মান তুলে দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ইয়াসুতোমো নাসু এবং জাপানি প্রতিনিধিদল। ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, শিক্ষাবিদ সত্যম রায়চৌধুরী, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার প্রমুখ। ছিলেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষাবিদ, শিল্পী, সাহিত্যিক ও প্রশাসনিক কর্তারা।

ওকায়ামা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন রাজ্যের দরিদ্র মহিলা ও শিশুদের জন্য। তাঁদের সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নে একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই মানবিক নেতৃত্বের জন্যই ওকায়ামা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমবারের মতো এশিয়ার কোনও মহিলাকে সাম্মানিক ডি'লিট দিচ্ছে। সম্মান গ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, জাপান খুবই সুন্দর দেশ। (এরপর ১০ পাতায়)

আগামী বছর জাপান যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী

জাপানের ওকায়ামা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে সাম্মানিক ডি'লিট প্রদান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তুলে দিচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ইয়াসুতোমো নাসু, সিস্টার নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সত্যম রায়চৌধুরী, মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এবং শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

মনের ভাষা

যখন যেটা মনে আসে
তখন সেটা কবিতায় ভাসে।
কখনো প্রখর, কখনো প্রলয়
কখনো রৌদ্র, কখনো হৃদয়।
সকালে বৃষ্টি, রাতে কুয়াশা
প্রকৃতির মাঝারে প্রকৃতি ভরসা।
মনো মন্দিরে মনের ভাষা
মুক্তির আলোয়, আলোর দিশা।
মন বোঝে মনের ভাষা
মনের মান, চাপা দিশা,
মনভূমি আর বনভূমি
মনোদর্পণে মন তুমি।

আতঙ্কে আত্মঘাতী

এসআইআর-আতঙ্কে ফের মৃত্যু। এবার এনুমারেশন ফর্ম হাতে পেয়ে যুবকের আত্মহত্যা উত্তর ২৪ পরগনার গারুলিয়ায়। মৃতের নাম সুমন মজুমদার (৩২)। নোয়াপাড়া থানার সোদলা ট্যাঙ্ক রোডের নিত্যানন্দপল্লির বাসিন্দা পেশায় টোটোচালক। মৃত যুবকের মায়ের দাবি, এনুমারেশন ফর্ম হাতে পাওয়ার পর থেকেই আতঙ্কে ভুগছিল ছেলে। (বিস্তারিত ভিতরে)

২০০৯-এ ডিলিমিটেশন হলে কীভাবে ২০০২-এর তালিকায় এসআইআর?

কল্যাণের প্রশ্নের জবাব নেই কমিশনের কাছে

প্রতিবেদন : অকাট্য যুক্তি-সংবিধান এবং আইন তুলে ধরে নির্বাচন কমিশনকে ধুয়ে দিলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন, ২০০৯ সালে বাংলায় ডিলিমিটেশন হয়েছে। আইন অনুযায়ী এর আগের সমস্ত ইলেকটোরাল রোল অপাঙক্তেয় তবে ২০০২-এর ভোটার তালিকা কীভাবে ২০২৫ সালে এসআইআর করার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা পায়? একই সঙ্গে আইনজীবী সাংসদের প্রশ্ন, এখন নির্বাচন কমিশন এন্যুমারেশন ফর্ম বিলি করছে। এবার ভোটাররা এই ফর্ম ফিলাপ না করলে তবে আগামী দিনে ভোটার তালিকায় নাম উঠবে না বা নাম থাকবে না। কিন্তু যিনি এত বছর ধরে ভোট দিয়ে এসেছেন তিনি আবার নতুন করে নাম তুলতে যাবেন কেন? (এরপর ১২ পাতায়)

সাংবাদিক বৈঠকে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিয়োগে বিরাট দুর্নীতি গোয়ার বিজেপি মন্ত্রীর

অভিযুক্ত নীলকান্ত হলংকার।

প্রতিবেদন : কোটি কোটি টাকার নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত বিজেপি মন্ত্রিসভার সদস্য। শুধু মন্ত্রী নন, এক আইএএস ও এক সরকারি কর্মকর্তাও জড়িত এই চাকরি-দুর্নীতিতে। চাকরি দেওয়ার নাম করে নগদ টাকা তোলা হয়েছে কোটি কোটি। অভিযোগ সামনে আসার পর গোয়া পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। অভিযোগ, বিভিন্ন সরকারি দফতরে চাকরি দেওয়ার লোভ দেখিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় করা হয়েছিল। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে পুলিশি তদন্তে এই কেলেঙ্কারি প্রথম প্রকাশ্যে আসে। একজন অভিযোগকারী দাবি করেন, তিনি চাকরির জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েছেন অভিযুক্তকে। এরপর এমন অভিযোগের (এরপর ১২ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

13 November, 2025 • Thursday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

২০০১
করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯১৯-২০০১) এদিন প্রয়াত হন। করুণা হলেন এমন এক বিশেষ অভিনেত্রী, যিনি শুধু অভিনয় দিয়ে তাঁর অভিনীত চরিত্রদের অমর করে রেখে গিয়েছেন। সংখ্যায় অল্প হলেও গুরুত্বে তারা বিপুল। করুণার নাম শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর চরিত্র 'সর্বজয়া'। সত্যজিৎ রায় তাঁর 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' ছবিতে এই সর্বজয়ার চরিত্রকে রূপ দিতে ডেকে নিয়েছিলেন বাল্যবন্ধু ও সহকর্মী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী করুণাকে। আর তার পরে করুণা ও সর্বজয়া মিশে গিয়েছিল এক অভিন্ন সত্তায়। 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত'র পরে তিনি সত্যজিতের আরও দু'টি ছবি 'দেবী' ও 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় অভিনয় করেন। এছাড়া মৃণাল সেনের 'ইন্টারভিউ' ও 'কলকাতা ৭১', শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র পরিচালিত 'শুভবিবাহ', অগ্রগামীর 'হেডমাস্টার', শান্তি চৌধুরীর একটি তথ্যচিত্র এবং ঋত্বিক ঘটকের অসমাপ্ত ছবি 'কত অজানারে'-তে লেডি ডাক্তারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ১৯৫৯ সালে 'ব্রিটিশ অ্যাকাডেমি অফ ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন আর্ট' তাদের দ্বাদশ ব্রিটিশ ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড (সংক্ষেপে 'বাফতা') দেওয়ার জন্য যে ছ'জন বিদেশি অভিনেত্রীর তালিকা তৈরি করেন তাঁদের (ইনগ্রিড বার্গম্যান, তাতিয়ানা সামজলোভা, জোয়ানে উডওয়ার্ড, গুইলেত্তা মাসিনা, আনা ম্যাগনানি) সঙ্গে ছিল করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও।

১৮৪৭ মীর মোশারফ হোসেন

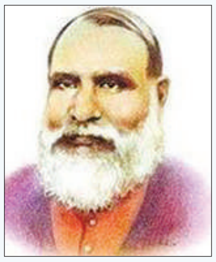

(১৮৪৭-১৯১২) এদিন অধুনা বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার অন্তর্গত লাহিড়ীপাড়ায় জন্ম নেন। যে সকল প্রগতিশীল লেখক বাংলা সাহিত্যকে কৃষক সংগ্রামের অস্ত্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বিষাদ সিন্ধু'। সিরাজগঞ্জের কৃষক বিদ্রোহের (১৮৭২-৭৩) পটভূমিতে লেখা নাটক 'জমিদার দর্পণ' চারিদিকে আলোড়ন তুলেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর প্রশংসা করলেও ওই নাটকটির প্রচার বন্ধে উদ্যোগ নেন। মোশারফের সাহিত্যগুরু ছিলেন কাঙাল হরিনাথ। প্রায় ২৫টি গ্রন্থ রচনা করেন মোশারফ।

২০১৫
সন্ত্রাসবাদী হামলা হল প্যারিসে

কমপক্ষে ১৩০ জন নিহত হন, আহতের সংখ্যা ৩৫০ জনেরও বেশি। ব্যবধানটা মাস দশেকের। এ-বছরই ৭ জানুয়ারি প্যারিসে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'শার্লি এবদো'র দফতরে তিন মুখোশধারী হামলা চালিয়েছিল। হামলার দায়ভার স্বীকার করে আইএস (ইসলামিক স্টেট)-এর তরফে জানানো হয়েছিল, হজরত মহম্মদকে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের প্রতিশোধ নিয়েছে তারা। এর পর সোজা ১৩ নভেম্বর। এবার নিশানায় ফুটবল খেলা দেখতে আসা, রক ব্যান্ডের কনসার্ট শুনতে যাওয়া সাধারণ মানুষ। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের কড়া অবস্থানই এই আক্রমণের প্রধান কারণ বলে মনে করেছিল তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

১৯৪৮
হুমায়ুন আহমেদ

(১৯৪৮-২০১২) এদিন বাংলাদেশের নেত্রকোনায় জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের স্মৃতিচারণায় সমরেশ লিখেছেন, যিনি আলাপ করে দিয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন, ''ইনি হুমায়ুন আহমেদ। 'এইসব দিনরাত্রি' নামে একটি জনপ্রিয় টিভি-নাটক লিখেছেন, 'শঙ্খনীল কারাগার' নামের উপন্যাস লিখেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়ান।'' প্রায় একুশটির মতো উপন্যাস লিখেছেন একটি চরিত্রকে ঘিরে, সে চরিত্রের নাম 'হিমু'।

১৮৫০ রবার্ট লুই স্টিভেনসন

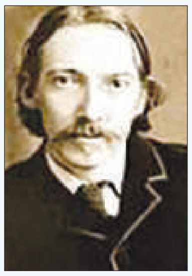

(১৮৫০-১৮৯৪) এদিন স্কটল্যান্ডের এডিনবরায় জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বের প্রথম ২৮ জন সর্বাধিক অনূদিত লেখকদের একজন। 'ট্রেজার আইল্যান্ড'-এর লং জন সিলভার কিংবা 'ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড'-এর বিজ্ঞানী সাহেবকে কে না চেনে। এদের স্রষ্টা রবার্ট লুই স্টিভেনসন। এগুলো ছাড়াও 'কিডন্যাপড', 'দ্য ব্ল্যাক অ্যারো', 'ক্যাট্রিওনা'র মতো চমৎকার সব ক্লাসিক উপহার দিয়েছেন তিনি। 'ট্রেজার আইল্যান্ড' সর্বপ্রথম একটি শিশু সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছিল ক্যাপ্টেন জর্জ নর্থ ছদ্মনামে। এক ধরনের স্লিপিং ব্যাগের আবিষ্কারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর নাম।

১২ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৪১০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৪৭০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৮৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৫৭৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৫৭৪০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৬৬	৮৮.১০
ইউরো	১০৪.১৭	১০২.১১
পাউন্ড	১১৮.৩৭	১১৫.৫৫

নজরকাড়া ইনস্টা

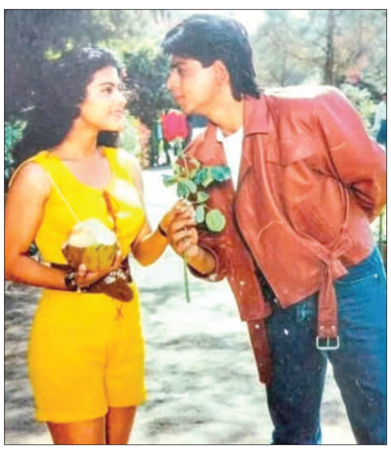

■ কাজল, সঙ্গে শারুখ

■ সপুত্র শুভশ্রী গাঙ্গুলি

কর্মসূচি

■ মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস কার্যালয়ে জেলা সভাপতি নির্মাল্য চক্রবর্তীর নির্দেশে মেদিনীপুর শহর তৃণমূল যুবর উদ্যোগে বুধবার শুরু হল বাংলার ভোটরক্ষা শিবির।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৫৫

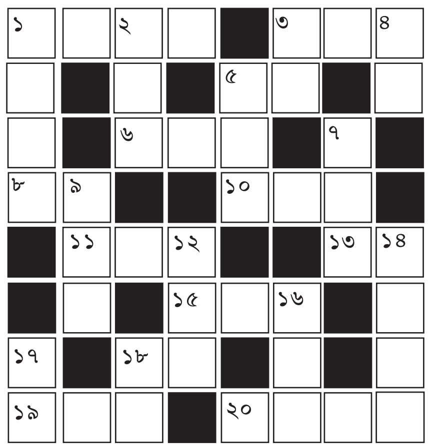

পাশাপাশি : ১. নকল ৩. ঝুলানো, লম্বিত করা ৫. পশম ৬. কন্দর্পের ধ্বজচিহ্ন ৮. আকাশ ১০. কাব্যে গর্ব ১১. উত্তম, তোফা ১৩. স্বাদ ১৫. দেহের খাঁচা ১৮. ছোট কলসি ১৯. অগ্নি ২০. সম্যক জ্ঞান বা পরিচয়।

উপর-নিচ : ১. ধারণা ২. দৃঢ়, মজবুত ৩. বাঁকা ভাব ৪. অর্থপুস্তক, মানে বই ৫. সাপ ৭. চমৎকার, উৎকৃষ্ট ৯. আরাধনা ও সেবা ১২. গাড়ি ১৪. উপবিষ্ট, আরূঢ় ১৬. ভাগ্য পরীক্ষার খেলা ১৭. গর্ত, পরিখা ১৮. মেঘ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৫৪ : পাশাপাশি : ২. দৃঢ়তা ৪. অন্তক ৬. ভোগা ৭. মহাবিষুব ৮. ধবল ১০. উপদা ১২. পঞ্চাশবার ১৩. সেও ১৪. ভ্রমর ১৬. করণ্ড। **উপর-নিচ :** ১. ভ্রাতা ২. দৃঢ়বিক্ষেপ ৩. তাজ্জব ৪. অগাধ ৫. কমল ৯. বংশদণ্ড ১০. উরভ্র ১১. দাসের ১২. পটুক ১৫. মস্ত।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

আমার শহর

বৃষ্টির জল সংরক্ষণ

নজির বাংলার দুই প্রতিষ্ঠানের

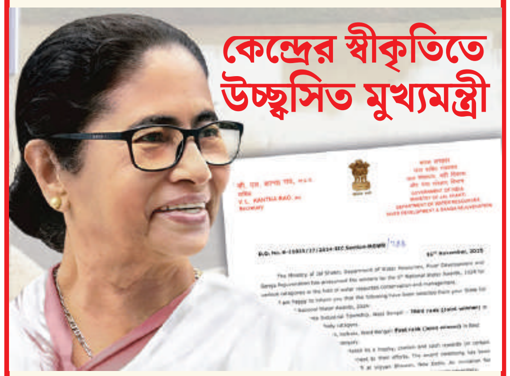

কেন্দ্রের স্বীকৃতিতে উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : ফের মিলল কেন্দ্রের স্বীকৃতি। বাংলার প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডকে মান্যতা দিল কেন্দ্র। বৃষ্টির জল সংরক্ষণে অসামান্য উদ্যোগের স্বীকৃতি স্বরূপ কেন্দ্রীয় সরকারের 'জল সংরক্ষণ পুরস্কার' পাচ্ছে রাজ্যের দুটি প্রতিষ্ঠান। এই সাফল্যের কথা তুলে ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লেখেন, এই স্বীকৃতি আমাদের জল ব্যবস্থাপনা এবং নগর স্থিতিস্থাপকতার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতির প্রমাণ। যাঁরা এটি সম্ভব করেছেন তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

রাজ্যের 'নবদিগন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ' এবং কলকাতার 'আর্মি পাবলিক স্কুল'কে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের তরফে একথা ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ১৮ নভেম্বর নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে হবে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই খবর জানিয়ে এক্সে লেখেন, বাংলা ও তার নগর ব্যবস্থাপনার জন্য এ এক গর্বের মুহূর্ত। পশ্চিমবঙ্গের নবদিগন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ অথরিটি (সেক্টর ফাইভ) 'ন্যাশনাল ওয়াটার অ্যাওয়ার্ড ২০২৪'-এ সেরা নগর বিভাগে স্থান পেয়েছে। জলশক্তি মন্ত্রকের এই সম্মান আমাদের দীর্ঘ মেয়াদি জল ব্যবস্থাপনা ও শহুরে স্থিতিশীলতার প্রতিশ্রুতির সাক্ষ্য বহন করে।

সেরা নগরায়ন বিভাগে উত্তরপ্রদেশের আগ্রা নগরনিগমের সঙ্গে যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে পশ্চিমবঙ্গের নবদিগন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ। অন্যদিকে, জল সংরক্ষণে দেশসেরা স্কুলের মধ্যে কলকাতার 'আর্মি পাবলিক স্কুল' যুগ্মভাবে প্রথম স্থান পেয়েছে ছত্তিশগড়ের 'কৃষ্ণ পাবলিক স্কুল'-এর সঙ্গে।

জলসংকট রুখতে বাংলা শহরাঞ্চলভিত্তিক কাজে যে অগ্রগণ্য ভূমিকার স্বাক্ষর রেখেছে, তার প্রমাণ এই কেন্দ্রীয় স্বীকৃতি। জল সংরক্ষণ পরিকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগকে উৎসাহিত করতেই কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য, জেলা, পুরনিগম ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যায়ে পুরস্কার ঘোষণা করেছে। সেখানেই বাংলা পেল সেরার স্বীকৃতি।

এশিয়ার প্রথম মহিলা ব্যক্তিত্বকে সাম্মানিক ডি'লিট জাপানের

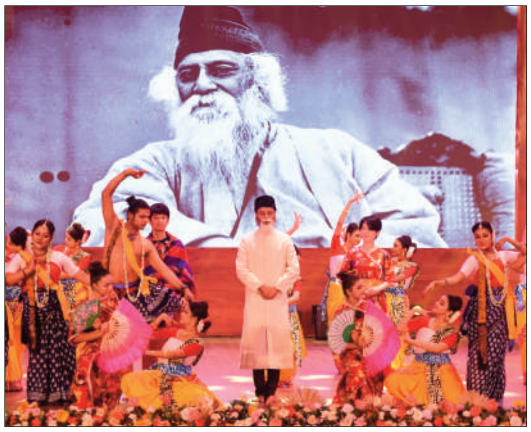

এবার নন্দীগ্রাম ১ ও ২-এর রদবদলের তালিকা প্রকাশ

প্রতিবেদন : নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদনক্রমে বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় দলের তরফে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম ১ ও ২ ব্লকের যুব, মহিলা, আইএনটিটিইউসি, এসসি সেল, কিষাণ খেতমজদুর সেল এবং প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ফ্রন্টালের জন্য নতুন তৃণমূল কংগ্রেস ব্লক সভাপতিদের তালিকা ঘোষণা করেছে। উল্লেখ্য, নন্দীগ্রাম ১ এবং ২-এ ব্লক কোর কমিটি তৈরি করে দিয়েছে দল।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে কুৎসিত মন্তব্য শান্তনু ঠাকুরের ইস্তফা চায় তৃণমূল

প্রতিবেদন : বিজেপি বাংলাকে সম্মান করে না। এই বিজেপি মহিলাদেরও সম্মান করে না, করতে জানেও না। সেটা আরও একবার প্রমাণ করল তারা। দলের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর প্রকাশ্য জনসভায় বাংলার মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে যে ভাষায় কুৎসিতভাবে আক্রমণ করলেন তাতে বিজেপিতে কী সংস্কৃতি চলে তা বোঝা যাচ্ছে! তাঁর এই মন্তব্যের জন্য বিজেপি সাংসদকে ক্ষমা চাইতে হবে, দাবি জানাল তৃণমূল। সেই সঙ্গে মহিলাদের তারা কতটা সম্মান করে তার প্রমাণও তুলে ধরেছে। দলের তরফে এই নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে বলা হয়েছে— বিজেপি দলটাই দেশের কাছে একটা লজ্জা! এমন একটা দল, যাদের প্রত্যেকটা নেতা-মন্ত্রীর মুখে নারীবিদ্বেষী কথা, মহিলাদের অসম্মানজনক টিপ্পনী। বাংলার মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর নাম করে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর মঞ্চে দাঁড়িয়ে কুৎসিত মন্তব্য করছেন।

তবে এটা নতুন নয়, মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে এর আগেও নানা কটূক্তি করেছেন বিজেপির একাধিক নেতা। প্রধানমন্ত্রী ভরা সভায় ব্যাঙ্গাত্মক সুরে বলেছিলেন, 'দিদি... ও-ও-ও দিদি'। বিজেপির মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী ঠুমকা লাগাচ্ছেন! এক 'দালাল' সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'তুমি কত টাকায় বিক্রি হও?' অশ্লীলতার সীমা ছাড়ান দিলীপ ঘোষও, বলেছিলেন, 'শাড়ি ছেড়ে বারমুডা পরুন!'

সুকান্ত মজুমদার প্রকাশ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে থাপ্পড় মারতে উসকানি দিয়েছিলেন। উদাহরণের শেষ নেই। কোনও মহিলাকে অসম্মান করার অধিকার নেই বিজেপির। অবিলম্বে ক্ষমা চান শান্তনু ঠাকুর। নইলে বাংলার মানুষ এমন জবাব দেবে, যা ইতিহাস মনে রাখবে।

অন্য আরও একটি পোস্টে বিজেপিকে আক্রমণ করে তৃণমূল কংগ্রেস বলেছে, বিজেপি নারীবিদ্বেষের পুরোনো কারখানা, যেখানে নারীদের জন্য সম্মান তৈরি হয় না, শুধু অপমান ধারাবাহিকভাবে উৎপাদন হয়। তাঁদের কাছে নারী মানেই কটাক্ষ, অবমাননা আর কুৎসার বস্তু। অতীতেও তাঁরা নারীদের অপমান করেছে, বর্তমানেও করছে, ভবিষ্যতেও করবে— কারণ তাঁদের স্বভাব কখনও বদলাবে না। নারীকে মর্যাদা দেওয়ার অধ্যায় বিজেপির সিলেবাসেই নেই!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জবাব দাও

এসআইআর নিয়ে মৌলিক প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিশনের কাছে তাঁর প্রশ্ন, ২০০৯ সালে বাংলায় ডিলিমিটেশন হয়েছে। সেই অনুযায়ী এর আগের সমস্ত ইলেকটোরাল রোল অপাঙক্তেয়। ফলে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় কীভাবে ২০২৫ সালে এসআইআর করা হচ্ছে? একেবারে মৌলিক প্রশ্ন। ভোটার তালিকায় নাম তোলার ক্ষেত্রে এটাই এক সময়ের বেঞ্চমার্ক হিসেবে ধরা হত। কমিশন কোন যুক্তিতে তা বদলে ফেলল! বলা হচ্ছে এনুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ না করলে আগামী দিনে নাকি ভোটার তালিকায় নাম থাকবে না। তৃণমূলের সাংসদ কল্যাণের প্রশ্ন, এতদিন ধরে যিনি ভোট দিয়ে আসছেন তাঁকে কেন নতুন করে নাম তুলতে হবে? এই ফর্ম দেওয়ার অর্থই হল ভোটার হিসেবে তাঁকে বাতিল করে দেওয়া। প্রথমে বাতিল করা হচ্ছে তারপর আবার নতুন করে নাম তোলা হচ্ছে। কোন যুক্তিতে? সাংবিধানিক ব্যাখ্যা আছে? আগে ঠিক ছিল এলাকায় যে বুথের ভোটার তিনি সেখানের বিএলএ-২ হবেন। এখন বলছে যে কোনও জায়গার লোক হতে পারবে। আসলে বিজেপির বুথে বুথে লোক নেই বলে কমিশন নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে। বিজেপির শাখা সংগঠনের কাজ করছে কমিশন। কল্যাণের প্রশ্নের উত্তর কমিশনকে দিতে হবে। দিতে হবে বিজেপিকেও।

e-mail থেকে চিঠি

একতা নয়, বিভাজনে বল বিজেপির

বাংলা ও বাঙালির ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে ধ্বংস করে দিতেই কার্জন বঙ্গভঙ্গের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। বাঙালির আন্দোলনে পর্যুদস্ত রাজশক্তি প্ল্যান বি হিসেবে কলকাতার কৌলীন্য— দেশের রাজধানীর তকমা কেড়ে নিল। এরপর স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়ার নামে চাপিয়ে দেওয়া হল দেশভাগ। বিভাজন ঘটানো হল পাঞ্জাব ও বাংলার উপর দিয়ে। সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হল বাংলা ও বাঙালি। ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হলেও একাধিক হিন্দুপ্রধান অঞ্চল জুড়ে দেওয়া হল পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্রে এবং একইভাবে একাধিক মুসলমানপ্রধান অঞ্চল যুক্ত করা হল পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে। অর্থাৎ ১৯৪৭-এ মানচিত্র পালটে দিয়েই ইংরেজের চক্রান্তে পূর্ণযতি পড়েনি। ধর্মীয় হানাহানির বিভীষিকা ভুলতে চেয়েছিল খণ্ডিত ভারত, আহত বাংলা। বিজেপির সৌজন্যে আটদশকের পুরোনো বিভাজনের বীজকেই পর্যাপ্ত আলো হাওয়া জল দেওয়া হচ্ছে। তার ফলে বিভাজন, রাজনৈতিক চেতনা ফেলে সংকীর্ণ ধর্মীয় কোটরগত হয়ে পড়েছে। তার ফলে বিভাজন, রাজনৈতিক চেতনা ফেলে সংকীর্ণ ধর্মীয় কোটরগত হয়ে পড়েছে। বাঙালির উপর নতুন করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে 'আমার সোনার বাংলা', 'জনগণমন' এবং 'বন্দে মাতরম্' বিতর্ক। তার ফলে বহির্বঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া 'অপরাধ', এমনকী 'দেশদ্রোহিতা' বলে গণ্য হচ্ছে! বাংলাদেশে ইউনুসপন্থী বুদ্ধিজীবীরা রবীন্দ্রনাথকে তো আগেই 'শত্রু' চিহ্নিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় চিহ্ন মুছে ফেলে 'পবিত্র' হতে চায় আজকের ওপার বাংলা। ওই মূর্খদেরই সঙ্গে পংক্তিভোজনে বসার তোড়জোড় করছে ভারতের নব্য গেরুয়া শক্তি। তারা জোর দিচ্ছে রবীন্দ্রনাথ বনাম বঙ্কিমচন্দ্র বিতর্কে। তারা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে— প্রথম জন নাকি ইংরেজের দালাল এবং শুধু দ্বিতীয় জন প্রকৃত দেশভক্ত ছিলেন। 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য, 'আমাদের বন্দে মাতরম্ মন্ত্র বাংলাদেশের বন্দনার মন্ত্র নয়— এ হচ্ছে বিশ্বমাতার বন্দনা— সেই বন্দনার গান আজ যদি আমরা প্রথম উচ্চারণ করি তবে আগামী ভাবী যুগে একে একে সমস্ত দেশে এই মন্ত্র ধ্বনিত হয়ে উঠবে।' এই পরিস্থিতিতে ভারতের অভ্যন্তরীণ ঐক্যবৃদ্ধি জরুরি। তার পরিবর্তে, মোদিযুগ বিভাজনের অস্ত্রেই গুছিয়ে শান দিচ্ছে। শুরুতে উড়িয়েছিল উগ্র হিন্দুত্বের ধ্বজা। এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রাদেশিকতা, ভাষা, উপভাষা এবং জাতপাতের দ্বন্দ্ব। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের ভবিষ্যদ্বাণী, 'ভয়ংকর মূর্খ লোভী ভারতীয়রা এই স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে না।' সেটা মনে রাখা দরকার।

—তপনকুমার নাগ, বউবাজার, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

আঁতাঁত ক্রমে স্পষ্টতর হচ্ছে

বোঝাই যাচ্ছে কেনাবেচা চলছে

এত দিন পর্যন্ত জানা ছিল ভারতের নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ সাংবিধানিক সংস্থা। কিন্তু ক্রমে স্পষ্টতর হচ্ছে, রেফারিকেই কিনে নিয়েছে একটি দল! কেন এই অভিযোগ? লিখছেন **দেবু পণ্ডিত**

১১ নভেম্বর, মঙ্গলবারের খবর।

মুর্শিদাবাদ জেলায় ৫ হাজার ৮৯৫ বুথে বাড়ি বাড়ি যাওয়া শুরু করেছেন বিএলওরা। পাশাপাশি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি অর্থাৎ বিএলএরাও মানুষের সাহায্যে বাড়িতে যাচ্ছেন। এসআইআর ঘোষণা হতেই রাজনৈতিক অঙ্গনেও তৎপরতা বেড়েছে। মুর্শিদাবাদের সব রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত বিএলএ'র সংখ্যা প্রায় ১৬ হাজার। তৃণমূল বিভিন্ন জায়গায় মাইকিং করে নাগরিকদের আতঙ্কিত না হওয়ার বার্তা দিচ্ছে। পাশাপাশি খুলেছে ভোট রক্ষা সহায়তা শিবির। বিএলওদের দিয়ে যাওয়া ফর্ম পূরণে সাহায্য করছেন তাঁরা। তবে বিজেপি মুর্শিদাবাদ জেলায় অর্ধেক সংখ্যক বুথে বিএলএ নামাতেই পারেনি।

৫ হাজার ৮৯৫টি বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের বিএলএ'র সংখ্যা ৫ হাজার ৭৯০। সেখানে বিজেপির বিএলএ মাত্র ২ হাজার ৩৮০ জন। জেলায় সাংগঠনিক শক্তি কম। তাই, বিএলএ নামানো সম্ভব হয়নি বলেই দাবি গেরুয়া শিবিরের নেতাদের।

আর একটি খবর। 'জাগো বাংলা'র এক্সক্লুসিভ নয়। একটি বাংলা দৈনিকে প্রকাশিত।

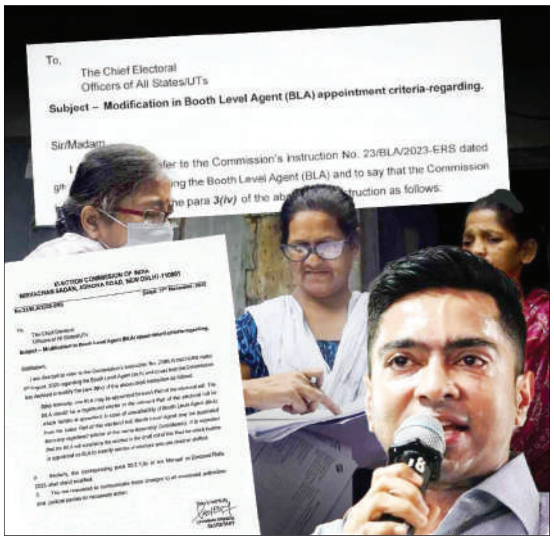

আত্মীয়কে বাবা সাজিয়ে দু'জায়গায় ভোটার কার্ড তৈরি করেন কালনার এক বিজেপি নেতা। তিনি আবার পঞ্চায়েত সদস্য! পঞ্চায়েত নির্বাচনেও তিনি দু'জায়গা থেকে ভোট দিয়েছিলেন। বিজেপি ভোটার লিস্টে স্বচ্ছতার কথা বলছে। অথচ তাদের নেতারা প্রমাণ করছে, তারা কতটা স্বচ্ছতা চায়। এরকম আরও অনেক বিজেপি নেতা-কর্মী একাধিক ভোটার কার্ড তৈরি করে বিভিন্ন জায়গায় ভোট দিয়েছে। এমনকী, বাংলাদেশ থেকে সম্প্রতি এ-রাজ্যে অনেককেই তারা ভোটার কার্ড তৈরি করে দিয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে।

কালনার সাতগাছিয়া পঞ্চায়েতের রামকৃষ্ণপল্লির বিজেপির ওই পঞ্চায়েত সদস্য হলেন গোপাল বারুই।

ভোটার তালিকায় দেখা যাচ্ছে, এক জায়গায় সম্পর্কিত জেঠু দুলাল বারুইকে বাবা সাজিয়ে গোপালবাবুর নাম রয়েছে। আবার আর এক জায়গায় নিজের বাবা অনিল বারুইয়ের নাম ব্যবহার করে ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে ওই পদ্মনেতার। দুই জায়গায় ভোটার এপিক নম্বর আলাদা।

এমন অনিয়ম এখন এসআইআর-শাসিত পশ্চিমবঙ্গের ঘটমান বর্তমান।

তবে এই অবস্থা বাঁচতে, নিজেদের বাঁচাতে, একটা জব্বর ফন্দি এঁটেছে বিজেপি।

আর সেই সূত্রে বেআব্রু হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে তাদের গোপন আঁতাত।

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া আট দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরে বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ) নিয়োগের নিয়ম শিথিল করেছে নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে নতুন নির্দেশিকা জারি হয়েছে।

এ হেন নিয়ম বদলে বিজেপি ও কমিশনের 'গাঁটবন্ধন' স্পষ্টতর।

এত দিন পর্যন্ত বিএলএ নিয়োগে কমিশনের নিয়মে কড়াকড়ি ছিল। ২০২৩ সালের নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল, যে কোনও রাজনৈতিক দলের তরফে যদি কেউ বিএলএ হন, তাঁকে সেই বুথেরই ভোটার হতে হবে। কিন্তু এই নিয়ম বদল করে মঙ্গলবার কমিশন জানাল, বিএলএ হতে গেলে নির্দিষ্ট বুথের ভোটার না-হলেও চলবে। সংশ্লিষ্ট বিধানসভার ভোটার হলেই হবে।

কেন?

উল্লিখিত খবরগুলো পুনরায় পড়ুন। পরিষ্কার বুঝতে পারা যাবে কেন নিয়মে আচমকা এই বদল। গোল দিতে পারছে না বলেই গোলপোস্ট বদলে দেওয়ার এই আজব কানুন।

কাঁথির গন্দার কুলের পোদ্দার, অশান্তি কুঞ্জের লোডশেডিং বিধায়ক বলছেন, 'নির্বাচন কমিশনের বিএলএ নিয়োগের এই পরিধি বৃদ্ধিতে সকল রাজনৈতিক দল উপকৃত হবে।' 'সকল' শব্দটির পরিবর্তে পড়ুন 'বঙ্গ বিজেপি'।

ওইটাই আসল কথা।

কারণ, শুধু উল্লিখিত মুর্শিদাবাদ নয়, রাজ্যের বহু জায়গায় বিজেপি তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য বিএলএ দিতে পারেনি। এমতবস্থায় কমিশন এই নির্দেশিকার মাধ্যমে বিজেপি-কে বিএলএ খুঁজে দিতে নেমেছে। এর থেকে ফের একবার প্রমাণ হল কমিশন আসলে বিজেপির অধীনস্থ সংস্থা।

মনে করিয়ে দেওয়া আবশ্যক, ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপির চাণক্য কমিশনে তদ্বির করেছিলেন এই মর্মে যে, বিধানসভার ভোটার হলেই তাঁকে সেই কেন্দ্রে ভোটের দিন যে কোনও বুথে এজেন্ট করার অনুমতি দেওয়া হোক। শেষ পর্যন্ত তা-ই হয়েছিল। তাতেও কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। কারণ, ভোটের দিন লড়াইটা থাকে মনস্তাত্ত্বিক এবং সাংগঠনিক। আর বিজেপি সে লড়াইতে বিশেষ জুত করতে পারেনি। সেবারও তাঁদের নেতারা, ভেতর ও বাইরের নেতৃত্ব, মৃতসঞ্জীবনী খুঁজে পাননি। বিজেপি চাঙ্গা হয়নি। জেতা তো দূরস্থ, জেতার জন্য যে মনের জোর দরকার সেটা ওদের ছিল না। সংগঠন তো কোনওকালেই সেই পোক্তভাবে অর্জন করতে পারেনি। অতএব, মানুষের কাছ থেকে বর্জন ছাড়া আর কিছুই অর্জন করতে পারেনি বিজেপি।

আর এবার তো অবস্থা আরও খারাপ।

এসআইআর প্রক্রিয়ায় তথ্য দেওয়ার লড়াই। আর সেই লড়াইতেই দমে পারছে না বিজেপি। দম পাওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনকে পাশে টানতে হচ্ছে। ভোটের আগেই দম শেষ, হারার মোড়ে বঙ্গ বিজেপি।

ইলেকশন কমিশন তো এই মুমূর্ষু পার্টিকে অক্সিজেন দিতে গিয়ে নিজেই ফ্যাসাদে পড়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, যদি কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণ দেওয়া হয়, তাহলে প্রয়োজনে এসআইআর প্রক্রিয়াটাই বাতিল করে দেওয়া হবে।

এক কথায় বিজেপির নয়া শাখা সংগঠন হিসেবে কাজ করতে গিয়ে শাঁখের করাতের ওপর নির্বাচন কমিশন।

প্রশ্ন, নিয়ম অনুযায়ী বিএলও-দের সংশ্লিষ্ট বুথের বাসিন্দা হতে হবে। সে ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বিএলএ-দের ক্ষেত্রেই কেন ব্যতিক্রম? কারণ বিজেপি বুথে বুথে এজেন্ট খুঁজে পাচ্ছে না। আর সেই কারণে বাইরে থেকে লোক আনতে চাইছে। নির্বাচন কমিশন, একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান বিজেপির দলদাসে পরিণত হয়েছে। বিএলএ নিয়োগের নিয়মে আচমকা পরিবর্তন নির্বাচন কমিশনের অধোমুখী বিবর্তনের একটি নিদর্শন, সন্দেহ নেই।

এত কিছু করেও কি বাংলার মানুষকে বোকা বানাতে পারবে ওরা?

প্রশ্ন রইল। যদিও উত্তরটা সকলেরই জানা!

শুকনো গাছের ডাল ভাঙতে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে মৃত্যু। মৃতের নাম আশরাফ মোল্লা (৪২)। বসিরহাটের স্বরূপনগর ব্লকের গোবিন্দপুর পঞ্চায়েতের দত্তপাড়ায় ঘটনা

মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনায় 'কস্ট টু স্টেট এক্সচেকার মডেল'

ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের দ্বিতীয় পর্বের কাজ শুরু ২৫ নভেম্বর

প্রতিবেদন : ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ আগামী ২৫ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে। রাজ্যের সেচ ও জলপথমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া জানিয়েছেন, প্রথম ধাপের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২৭ সালের মধ্যেই পুরো প্রকল্প সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

দাসপুর-২ ব্লকে পাঁচটি স্লুইস গেট নির্মাণের কাজ প্রায় ৯০ শতাংশ সম্পূর্ণ। শিলাবতী নদীর খনন কাজও এই মাসেই শুরু হবে 'কস্ট টু স্টেট এক্সচেকার মডেল'-এ। ইতিমধ্যে ২৬ সেপ্টেম্বর জারি হয়েছে সম্মতিপত্র বা লেটার অফ অ্যাকসেপ্ট্যান্স। ফলে নভেম্বরের মধ্যেই কাজ শুরু হবে বলে আশা। এই 'কস্ট টু স্টেট এক্সচেকার মডেল', যা 'নো কস্ট ড্রেজিং অ্যান্ড ক্লিয়ারেন্স' নামে পরিচিত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরই ভাবনা। রাজ্য খনিজ উন্নয়ন ও বাণিজ্য কর্পোরেশন নদীর তলদেশ থেকে কতটা বালি ও পলিমাটি তোলা হবে তা নির্ধারণ করবে এবং যে সংস্থা সর্বোচ্চ দর দেবে, তারাই কাজের দায়িত্ব পাবে।

তা থেকে রাজস্ব বা প্রিমিয়াম নেবে রাজ্য। আর সেই অর্থই ব্যবহার করা হবে নদী খনন ও পলিমাটি পরিষ্কারের কাজে। এই পদ্ধতিতে মোট ৪০টি প্রকল্প নেওয়া হবে, যা মূলত নদী খনন সম্পর্কিত। একই সঙ্গে ঘাটাল সার্কিট বাঁধের সমান্তরাল খাটো বাঁধগুলির পুনর্গঠন ও নতুন নির্মাণের কাজও শুরু হচ্ছে। ভূমি জরিপের কাজ ১৫ নভেম্বরের মধ্যে শেষ হবে।

মন্ত্রী জানিয়েছেন, ঘাটাল পুর এলাকার মধ্যে দুটি পাম্প হাউস তৈরির জন্য সিভিল ও মেকানিক্যাল কাজের টেন্ডার সম্পূর্ণ হয়েছে, আনুমানিক ব্যয় ৬০ কোটি টাকা। তবে এই দু'টি পাম্প হাউসের জন্য প্রয়োজনীয় ৬.৬১ একরের মধ্যে ৪.০৯ একর রায়তি জমি কেনার অনুমোদন এখনও মেলেনি। মোট ৩৯টি স্লুইস রেগুলেটর ও ১০৬টি সেতু এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে সাতটি স্লুইসের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। চারটি প্রধান সার্কিট বাঁধের মধ্যে তিনটির বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এর জন্য শীঘ্রই সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির যৌথ পরিদর্শন হবে।

বিগত কয়েক বছর ধরে কেন্দ্রীয় সাহায্য না পাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘাটাল ও সংলগ্ন অঞ্চলের বারংবার বন্যাপীড়িত মানুষের প্রতি প্রতিশ্রুতি রেখে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, রাজ্য সরকারের নিজস্ব বাজেটেই বাকি কাজ সম্পূর্ণ করা হবে। মোট প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে ১,৫০০ কোটি টাকা, যা ২০২৫-২৬ অর্থবছর থেকে শুরু করে দুই বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ করা হবে। ইতিমধ্যেই ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

■ এসআইআর-এর নামে বাংলার নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার আইনবিরুদ্ধ নির্বাচনী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ২৪ পরগনার আইনজীবীদের প্রতিবাদ। আলিপুর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ের বিপরীতে অবস্থানে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

■ মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ১৩৮তম জন্মদিবস পালিত হল তৃণমূল ভবনে। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, সাংসদ পার্থ ভৌমিক, মহঃ এতসামুল হক, ফরিদ খান, মিক্তার আলি-সহ বিশিষ্টরা।

নোয়াপাড়ায় এসআইআর-আতঙ্ক আত্মহত্যা করলেন টোটোচালক

প্রতিবেদন : এসআইআর-আতঙ্কে ফের মৃত্যু। এবার এনুমারেশন ফর্ম হাতে পেয়ে যুবকের আত্মহত্যা উত্তর ২৪ পরগনার গারুলিয়ায়। মৃতের নাম সুমন মজুমদার (৩২)। বুধবার পুলিশ গিয়ে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে। মৃতের মায়ের দাবি, এনুমারেশন ফর্ম হাতে পাওয়ার পর থেকেই আতঙ্কে ভুগছিল ছেলে। প্রয়োজনীয় নথি খুঁজে না পেয়ে চিন্তিত হয়ে আত্মহত্যা করেছে সে। নোয়াপাড়া থানার অন্তর্গত গারুলিয়া পুরসভার সোদলা ট্যাঙ্ক রোডের নিত্যানন্দপল্লির বাসিন্দা সুমন পেশায় টোটোচালক। থাকতেন বৃদ্ধা মায়ের সঙ্গে। পুলিশ সূত্রে খবর, এসআইআর শুরুর পর থেকেই দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন তিনি। মা ও নিজের

■ সুমন মজুমদার।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র খুঁজে না পাওয়ায় কয়েকদিন ধরেই আতঙ্কগ্রস্ত ছিলেন ওই যুবক। এর মধ্যেই মঙ্গলবার বাড়িতে বিএলও গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম দিয়ে আসেন। তারপরই গভীর রাতে নিজের ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন ওই যুবক। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বারাকপুরের বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান গারুলিয়া পুরসভার ১২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পঙ্কজ দাস। মৃতের মায়ের সঙ্গে কথা বলে তিনি জানান, এসআইআরের ফর্ম দেওয়ার পর থেকেই ও মানসিকভাবে চিন্তায় ছিল। আজ এই মর্মান্তিক ঘটনা।

■ তৃণমূল ভবনে রাজ্যের মন্ত্রী তথা রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এক বিশেষ জরুরি সভা। উপস্থিত ছিলেন বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, সাংসদ মালা রায়, স্মিতা বক্সি, বিভিন্ন জেলার মহিলা প্রেসিডেন্ট ও তৃণমূলের সর্বস্তরের মহিলা নেতৃবৃন্দ। বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়।

শপথ সোনারপুরের নয়া উপ পুরপ্রধানের

■ রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার নতুন উপ প্রধান পদে এলেন পাপিয়া মুখোপাধ্যায়। বুধবার।

সংবাদদাতা, সোনারপুর : তিন বছর পর ভাইস চেয়ারপারসন পেল রাজপুর সোনারপুর পুরসভা। নতুন ভাইস চেয়ারপার্সন পদে শপথ নিলেন ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পাপিয়া মুখোপাধ্যায়।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় পুরসভার চেয়ারম্যান পল্লবকুমার দাসের দফতরে। উপস্থিত ছিলেন সিআইসি সদস্য নজরুল আলি মণ্ডল, সোনালী রায়, শিবানী ঘোষ, কাউন্সিলার বাণী নাগ, মিলন সরকার-সহ পুরসভার অন্যান্য আধিকারিকরা। শপথবাক্য পাঠ করান চেয়ারম্যান পল্লবকুমার দাস। পাপিয়া মুখোপাধ্যায় দায়িত্ব নিয়ে বলেন, আমাকে এই পদে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য আমি দলের নেতৃত্ব ও চেয়ারম্যানকে ধন্যবাদ জানাই। আমার ওপর যে ভরসা রাখা হয়েছে, তা সার্থক প্রমাণ করার চেষ্টা করব। পৌর এলাকার মানুষের স্বার্থে সবার সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে চাই।

কমিশনের দ্বিতীয় তালিকা

প্রতিবেদন : এসআইআর প্রক্রিয়ার মাঝে ফের নতুন সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের। এসআইআর শুরুর ৮ দিন পরে কমিশন জানিয়েছে, খসড়া ভোটার তালিকা ছাড়াও থাকবে আরও একটি তালিকা। এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করে যাঁরা জমা দেবেন, তাঁদের নাম উঠবে খসড়া ভোটার তালিকায়। আর যাঁরা পূরণ করে জমা দেবেন না, তাঁদের নাম উঠবে পাশের তালিকায়। খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে তাঁদের নাম। যাঁদের নাম বাদ যাবে, কী কারণে বাদ গেল দেওয়া থাকবে তারও ব্যাখ্যা। পাশাপাশি, মৃত ভোটারের নামে এনুমারেশন ফর্ম জমা পড়লে সংশ্লিষ্ট পরিবারের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থাও নেওয়ার কথা জানিয়েছে কমিশন। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, মৃত ব্যক্তির নামে ফর্ম পূরণে যার স্বাক্ষর পাওয়া যাবে, তাঁর বিরুদ্ধে জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৩২ নং ধারা অনুযায়ী এক বছরের কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। তাই বিএলওদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যদি কোনও মৃত ভোটারের নামে ফর্ম জমা পড়ে, তা 'নন-রিকমেন্ডেড' হিসেবে বিএলও অ্যাপের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। তবুও যদি সেই মৃত ভোটারের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় থেকে যায়, তবে সংশ্লিষ্ট বিএলও, ইআরও (ইলেকটোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার) এবং যিনি সেই ফর্ম পূরণ করেছেন— সকলের বিরুদ্ধেই আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অনশনে বসলেন মমতাবালা

সংবাদদাতা, ঠাকুরনগর: এসআইআরের প্রতিবাদে মতুয়া গোঁসাইদের সঙ্গে এবার আমরণ অনশনে বসলেন মমতা ঠাকুর। বুধবার এই অনশন অষ্টম দিনে পড়ল। গত ৫ নভেম্বর থেকে

ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে এসআইআরের প্রতিবাদে অনশন করছে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ। এদিন হরি গুরুচাঁদ মন্দিরে পুজো দিয়ে অনশনে বাসেন মমতা ঠাকুর। মমতা ঠাকুর বলেন, আমার সন্তানেরা এসআইআরের প্রতিবাদে আমরণ অনশন শুরু করেছে, আমি মা হয়ে বসে থাকতে পারি না। তাই রাজ্য ও কেন্দ্রের সব সরকারি কর্মসূচি বাদ দিয়ে অনশনে বসলাম। যতদিন এর সমাধান না-হয় আমি অনশন চালিয়ে যাব।

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দিল্লি বিস্ফোরণ-কাণ্ডের জের। পার্ক স্ট্রিট চত্বরের হোটেলগুলিতে বাড়ল পুলিশি নজরদারি। বুধবার সকাল থেকে হোটেল-লজগুলিতে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ

সমবায় ব্যাঙ্কগুলির অডিট এবার অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে

প্রতিবেদন : সমবায় ব্যাঙ্কগুলির অডিট সম্পূর্ণ অনলাইনে করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ‘অনলাইন অডিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ নামে এক নতুন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। নতুন এই অনলাইন অডিট সিস্টেমে রাজ্যের ২৩ হাজার ৫৭৪টি সমবায় সমিতি এক ছাতার নিচে আসবে। রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক, আরবান সমবায় ব্যাঙ্ক এবং প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতিগুলির অডিটের উপর কেন্দ্রীয়ভাবে নজরদারি করা যাবে।

এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সমবায় ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক কার্যকলাপ আরও স্বচ্ছ হবে এবং দুর্নীতির আশঙ্কা অনেকটাই কমবে। এর আগে সমবায় ব্যাঙ্কগুলির লেনদেন

নিয়ে নানা অভিযোগ উঠেছিল। ফলে গ্রামীণ ও শহুরে স্তরে সাধারণ মানুষ, বিশেষত ছোট সঞ্চয়কারীরা সমস্যায় পড়তেন। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য, এবার সেই পরিস্থিতি বদলানো। সমবায়মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা ধরা পড়ে অডিটে। আর নিয়মিত অডিট বাধ্যতামূলক। রাজ্যের সমবায় ব্যবস্থা এখন অনেক বড় হয়েছে। তাই অনলাইন অডিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা সময়ের দাবি ছিল। আলোচনা করেই আমরা এই সিস্টেম চালু করেছি। এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে রাজ্যের ডিরেক্টরেট অফ কো-অপারেটিভ অডিট। প্রযুক্তিগত প্ল্যাটফর্মটি তৈরি করেছে ওয়েবেল। এর ফলে প্রতিটি সমবায় ব্যাঙ্কের লেনদেন এখন অনলাইনে সহজেই দেখা যাবে। দ্রুত মিলবে ব্যালেন্স শিট, অডিট রিপোর্ট, গাইডলাইন এবং নিয়ম সম্পর্কিত তথ্য। কোনও সমবায় সংস্থার অডিট না হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনলাইন সতর্কবার্তা পাঠিয়ে দেওয়া হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। এই উদ্যোগের ফলে রাজ্যের সমবায় ব্যবস্থায় আর্থিক স্বচ্ছতা, দ্রুততা ও দায়বদ্ধতা— এই তিন ক্ষেত্রেই বিপ্লব আসবে।

‘সিস্টেম-জেনারেটেড ডিপিআর’
নয়া প্রযুক্তিতে জিও-ট্যাগিং সুবিধাও

প্রতিবেদন : রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রে মনুষ্যঘটিত ভুল রোধ ও দ্রুততা আনতে নতুন প্রযুক্তি চালু করল রাজ্য সরকার। ‘সিস্টেম-জেনারেটেড ডিপিআর’ নামের ওই পদ্ধতিতে এবার থেকে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরকারি প্রকল্পের হিসাব-নিকাশ ও রিপোর্ট প্রস্তুতি হবে।

ম্যানুয়ালি ডিপিআর তৈরি করতে গিয়ে বারবার ভুল দেখা দেওয়ায় ডিপিআর তৈরিতে বিলম্ব হচ্ছিল। প্রকল্পের কাজও পিছিয়ে যাচ্ছিল। সেই সমস্যা কাটাতেই নতুন ব্যবস্থা আনা হল। নতুন পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কোনও প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় উপকরণের পরিমাণ উল্লেখ করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মোট ব্যয় নির্ণয় করে সম্পূর্ণ ডিপিআর তৈরি হয়ে যাবে। বিশেষত রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সবচেয়ে কার্যকর হবে। এই ডিপিআর প্রস্তুতির প্রক্রিয়া এখন রাজ্যের নবগঠিত ‘ইউনিফায়েড প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ পোর্টালের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই পোর্টালের মাধ্যমে প্রকল্পের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন ও সমাপ্তি পর্যন্ত প্রতিটি ধাপের অগ্রগতির অনলাইন-পর্যবেক্ষণ করা হবে। ‘upms.wb.gov.in’ নামে এই পোর্টালটি ৩ মে থেকে চালু হয়েছে। ইতিমধ্যেই পূর্ত, সেচ ও জলপথ, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ, জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরকে এই পোর্টালে যুক্ত করা হয়েছে। যুক্ত করা হয়েছে কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটিকে।

অর্থ দফতরের পক্ষ থেকে সম্প্রতি ইউপিএমএস পোর্টালে জিও-ট্যাগিং সুবিধাও সংযোজিত হয়েছে। এতে প্রত্যেকটি প্রকল্পের সঙ্গে তার ভৌগোলিক অবস্থান লিংক করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যাতে কোনও প্রকল্পের পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা বজায় থাকে। রাজ্যের বিভিন্ন দফতর ও সংস্থা যেমন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পূর্ত, সেচ দফতর ও কেএমডিএ— সবাইকে এই জিও-ট্যাগিং প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ফাজিলের তৃতীয় সেমিস্টারের ফল প্রকাশ

শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : বুধবার প্রকাশিত হল মাদ্রাসা বোর্ডের ফাজিলের তৃতীয় সেমিস্টারের ফল। কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের শুভেচ্ছাবার্তা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, আজ পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের ফাজিল (মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার উচ্চমাধ্যমিক) পরীক্ষার তৃতীয় সেমিস্টারে সকল সফল ছাত্র-ছাত্রীকে জানাই আমার শুভেচ্ছা। তোমাদের বাবা-মা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও অভিনন্দন জানাই। দেশের মধ্যে প্রথমবার সেমিস্টার পদ্ধতিতে ফাজিল পরীক্ষা হল, এই বিপুল আয়োজন সঠিকভাবে করার জন্য এর সঙ্গে যুক্ত সকলকে আমার ধন্যবাদ জানাই। যারা এবার ভাল ফল করতে পারোনি তাদের বলব, হতাশ না হয়ে চতুর্থ সেমিস্টারে যাতে ভাল ফল হয় তার চেষ্টা কোরো।

প্রসঙ্গত, এবারে তৃতীয় সেমিস্টারে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫,৮৯৪ জন। পাশ করেছে ৫,৫০৪ জন। পাশের হার ৯৩.৩৮ শতাংশ। মেধাতালিকায় রয়েছে ১৭ জন। পাশের হারের নিরিখে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের স্থান প্রথম (১০০ শতাংশ)। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে হুগলি (৯৭.৭২ শতাংশ)। তৃতীয় স্থানে বাঁকুড়া (৯৬.৬৭ শতাংশ)।

রাজ্যের সঙ্গে আলোচনাতেই কাটাতে হবে উপাচার্য-নিয়োগ জট: সুপ্রিম কোর্ট

প্রতিবেদন : উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে নিজের জেদ বজায় রাখতে নানান টালবাহানা করে যাচ্ছেন আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তবে এবার আর তাঁর জারিজুরিকে আমল দিতে নারাজ শীর্ষ আদালত।

রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই পশ্চিমবঙ্গের ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করতে হবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে তৈরি হওয়া জটিলতার অবসান করতে হবে রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করেই। শীর্ষ আদালতের বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, আচার্য, তাঁর আইনজীবী অ্যাটর্নি জেনারেল আর বেঙ্কটরামানি এবং রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি আইনজীবীদের উপস্থিতিতে আলোচনা হবে। চলতি মাসের মধ্যেই এই আলোচনা পর্ব শেষ করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। আলোচনার নির্যাস জানতে আগামী ৩ ডিসেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে।

বর্ণময় সমাপ্তি অনুষ্ঠানের প্রতীক্ষায় সিনেপ্রেমীরা

অংশুমান চক্রবর্তী

শহরের নরম বাতাসে লেগেছে হালকা শীতের আমেজ। ছড়িয়েছে গুঁড়ো গুঁড়ো মনখারাপ। বুধবার ছিল ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের নবমী। সিনেপ্রেমীদের উৎসাহে বিন্দুমাত্র ভাটা ছিল না। প্রতিটি শো এবং সেমিনারেই দেখা গেছে ভিড়।

শিশির মঞ্চে মুখোমুখি বসেছিলেন আদুর গোপালকৃষ্ণণ এবং অনুপ সিং। তাঁদের কথাবার্তার বিষয় ছিল ঋত্বিক ঘটক। বাংলা আকাদেমি সভাঘরে অনুষ্ঠিত আলোচনার বিষয় ‘সিনেমার শব্দে প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে উত্তর-পূর্ব ভারত’। কথার পিঠে কথায় জমে উঠেছিল আসর। মিডিয়া সেন্টারে জিগর নাগদা পরিচালিত ‘হুইসপার অফ দ্য মাউন্টেন’ ছবির সাংবাদিক সম্মেলনে ছিলেন পরিচালক সহ অনেকেই। ভারতীয় ভাষার প্রতিযোগিতায় প্রদর্শিত হয়েছে ছবিটি। ভারতীয় শর্ট ফিল্ম প্রতিযোগিতায় দেখানো হয়েছে লিটন পালের ‘নিঙ্গমা থ্রু হার আইস’। পরিচালক-সহ কলাকুশলীরা ছবিটি নিয়ে কথা বলেন সাংবাদিকদের সামনে। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত ‘৮’ ছবির সাংবাদিক সম্মেলনে ছিলেন পরিচালক-সহ কয়েকজন।

■ সিনে আড্ডায় জোজো। উৎসব-চত্বরে এলেন চিত্র পরিচালক আদুর গোপালকৃষ্ণান। সঙ্গে গৌতম ঘোষ ও সাংসদ-অভিনেত্রী জুন মালিয়া। বুধবার কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে।

ছবিটি প্রদর্শিত হয়েছে বেঙ্গলি প্যানোরামা বিভাগে। একই বিভাগের ‘অ২’ ছবিটি এই দিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদনে প্রদর্শিত হয়েছে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে। পরিচালক সুমন মৈত্র।

এবারের ফোকাস কান্ট্রি পোল্যান্ড। উৎসবে রয়েছে এই দেশের বেশকিছু ছবি। রবীন্দ্র সদনে দেখানো হয়েছে পোল্যান্ডের সমসাময়িক ছবি ‘ইও’। পাশাপাশি প্রদর্শিত হয়েছে একগুচ্ছ পোলিশ অ্যানিমেটেড ছোট ছবি। দর্শক সমাগম ছিল ভালই। নন্দন-১ প্রেক্ষাগৃহে চিন, জামানি, শ্রীলঙ্কা, ব্রাজিলের ছবিগুলো নিয়ে উৎসাহ ছিল দেখার মতো। ভারতের আঞ্চলিক ভাষার ছবিগুলো নিয়েও চোখে পড়েছে আগ্রহ।

প্রতিদিনের মতোই জমজমাট ছিল একতারা মুক্তমঞ্চের ‘সিনে আড্ডা’। বিষয় ‘পাশ্চাত্য সুর থেকে অনুপ্রাণিত সিনেমার গান’। কথায়-গানে মন মাতালেন জোজো, অংকনকুমার শী, গার্গী ঘোষ। সঞ্চালনায় বিশ্বনাথ বসু। দেখা গেছে উৎসাহীদের ভিড়। সবমিলিয়ে সপ্তম দিন ছিল জমজমাট। বৃহস্পতিবার উৎসবের শেষ দিন। দশমীর মনকেমন হয়তো ছড়িয়ে পড়বে, ছড়াবে বিষণ্ণতা, তার মধ্যেও লেগে থাকবে অফুরান আনন্দের আলো। কারণ, বর্ণময় সমাপ্তি অনুষ্ঠান এখনও বাকি।

এখনই জাঁকিয়ে শীত নয়

প্রতিবেদন : চলছে উত্তুরে হাওয়া। রাজ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে শীতের আমেজ। তাপমাত্রা নেমেছে স্বাভাবিকের নিচে। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, আপাতত আর কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। মাঠঘাট সর্বত্র খটখটে। আবহাওয়াও থাকবে শুষ্ক। বুধবার শহর কলকাতার তাপমাত্রা নামল ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। যা এখনও পর্যন্ত এই মরশুমের শীতলতম দিন। সকলের দিকে কোথাও কোথাও কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কম ছিল। তবে দিনভর আকাশ পরিষ্কার। পশ্চিমের জেলাগুলির মধ্যে বীরভূমের তাপমাত্রা ১৪ ডিগ্রিতে নেমে গিয়েছে। দার্জিলিংয়েও পারদ নেমেছে ৮ ডিগ্রিতে। তবে আবহাওয়া দফতর এই বিষয়টিও নিশ্চিত করেছে যে, তাপমাত্রার পতন হলেও এখনই জাঁকিয়ে হাড়-কাঁপানো শীত পড়ছে না।

■ বালি, মধ্য হাওড়া, দক্ষিণ হাওড়া-সহ বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে বাংলার ভোটরক্ষা শিবির পরিদর্শনে হাওড়া সদর যুব তৃণমূল সভাপতি কৈলাস মিশ্র।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হেরোইন-সহ দু'জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। হেমতাবাদের ঘটনা। বুধবার ধৃতদের আদালতে তোলা হয়

বিধায়কের উদ্যোগে জেলা হাসপাতালে একগুচ্ছ উন্নয়ন

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের উদ্যোগে হাসপাতাল তৈরির পর নিকাশি ব্যাবস্থা নিয়ে তেমন মাথা ব্যথা ছিল না বামেদের। এরপর বাম সরকার জেলা হাসপাতালের পরিকাঠামো, পরিষেবা নিয়ে যেমন মাথা ঘামায়নি, তেমনি হাসপাতালের নিকাশি নিয়েও তাঁদের সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনাও ছিল না। রাজ্যে তৃণমূল সরকার গঠিত হওয়ার দু'বছর পর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে আলিপুরদুয়ার জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এরপর থেকেই জয়যাত্রা শুরু হয় এই হাসপাতালের। প্রথমে মহকুমা হাসপাতাল থেকে জেলা হাসপাতালে উত্তীর্ণ হয় এই হাসপাতাল। এরপর রাজ্য সরকারের উদ্যোগে একে একে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন শুরু হয় জেলা হাসপাতালে। এবার বিধায়কের উদ্যোগে জেলা হাসপাতালের নিকাশির সমস্যা মিটতে চলেছে স্থায়ীভাবে। স্বাস্থ্য দফতর জেলা হাসপাতালের নিকাশি সমস্যা মেটাতে প্রায় দু কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। টেন্ডার হয়ে শিলান্যাসও হয়ে গিয়েছে আগেই। বুধবার সেই কাজ শুরু করলেন ঠিকাদার। এদিন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল ও হাসপাতাল সুপার পরিতোষ মন্ডলের উপস্থিতিতে পূর্ত দফতরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ঠিকাদারকে পুরো কাজ কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তা জেলা হাসপাতাল ঘুরে বুঝিয়ে দেন। বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল জানান, মুখ্যমন্ত্রীকে বিষয়টি জানানোর পর স্বাস্থ্য দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। এরপর এই প্রথম জেলা হাসপাতালের নিকাশি নিয়ে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীকে এই কাজের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

■ কাজ পরিদর্শনে বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল।

উদাসীন কমিশন ফর্মে ভুল, প্রতিবাদে আইনজীবী-সহ সাধারণ মানুষও

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: উদাসীন নির্বাচন কমিশন। এনুমারেশন ফর্মে একের পর এক ভুল। সমস্যায় সাধারণ মানুষ। এর প্রতিবাদে উত্তরদিনাজপুর জেলাজুড়ে হল প্রতিবাদ। বুধবার এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় কালিয়াগঞ্জ ব্লকের মালগাঁও গ্রামে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বিডিও বিদ্যুৎবরণ বিশ্বাস ও আইসি দেবব্রত মুখার্জি। গ্রামবাসীদের ফর্ম ত্রুটিমুক্ত করার আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। জানা গিয়েছে কালিয়াগঞ্জ ব্লকের মালগাঁও অঞ্চলের ১৭৯ নম্বর বুথে এগারোশোর বেশি ভোটার রয়েছে। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই বুথের কয়েকশো ভোটারের এনুমারেশন ফর্মে মহল্লা, থানা বা বিধানসভা

■ কালিয়াগঞ্জে প্রতিবাদে আইনজীবীরা।

এলাকার নাম ভুল ছাপা হয়েছে বলে অভিযোগ। এদিকে, এসআইআরের নামে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে এই অভিযোগে পথে নামেন আইনজীবীরা। কালিয়াগঞ্জে লিগাল সেল বুধবারও সংগঠনের উদ্যোগে কালিয়াগঞ্জের বিবেকানন্দ মোড়ে বিক্ষোভে দেখানো হয়। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর তৃণমূল লিগ্যাল সেলের চেয়ারপার্সন স্বরূপ বিশ্বাস, কালিয়াগঞ্জ শহর তৃণমূল সভাপতি সুজিত সরকার-সহ সংগঠনের আইনজীবীরা।

হাতির হানায় মৃতের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা সহায়তা প্রশাসনের

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : হাতির হানায় মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়াল প্রশাসন। বুধবার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের লেফড়াগুড়িতে হাতির আক্রমণে মৃতের পরিবারের হাতে পাঁচ লক্ষের চেক তুলে দিল প্রশাসন। পাশাপাশি পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় প্রশাসনের তরফে। বুধবার দুপুরে কুমারগ্রাম ব্লকের লেফড়াগুড়িতে হাতির হানায় মৃত পরিবারের হাতে বনদপ্তরের পক্ষ থেকে চেক তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন ভক্সা রেঞ্জ অফিসার প্রভাতকুমার বর্মন, ভক্সা দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান চুমকি রাভা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। উপস্থিত ছিলেন ভক্সা বারবিশা এক এবং দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল নেতারাও। ভক্সা দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান চুমকি রাভা জানান হাতির আক্রমণ মৃত বিনোদ টোপ্পর স্ত্রী একটি সরকারি চাকরি যেন পায় তার প্রক্রিয়া চলছে। রাজ্য সরকার বিনোদ টোপ্পোর পরিবারের পাশে রয়েছে।

■ মৃতের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে চেক।

পুরবাসীদের সমস্যা শুনতে কোচবিহারে টক টু চেয়ারম্যান

প্রতিবেদন: কলকাতা, শিলিগুড়ির পর এবার কোচবিহার। পুর এলাকার বাসিন্দাদের বিভিন্ন সমস্যা সরাসরি চেয়ারম্যানকে বলতে চালু হচ্ছে টক টু চেয়ারম্যান। তাতে শহরবাসীরা প্রতি সপ্তাহে একটা নির্দিষ্ট সময়ে চেয়ারম্যানের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে, তাঁদের অভিযোগ জানাতে পারবেন। বাসিন্দাদের কাছ থেকে বিভিন্ন অভিযোগ ও তাঁদের কথা শোনার পর পুর কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করবে যেগুলি সম্ভব দ্রুত সেসব সমস্যার সমাধান করা। পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ সম্প্রতি এই বিষয়ে জানিয়েছেন। তবে শুধু 'টক টু চেয়ারম্যান'-এর মাধ্যমেই নয়, পুর পরিষেবা নিয়ে শহরবাসীর অভিযোগ জানার জন্য পুর কর্তৃপক্ষ পুর ভবনের নিচে একটা অভিযোগ বক্সও রাখবে বলে জানিয়েছেন চেয়ারম্যান। শহরবাসীরা সেখানেও কর এবং পুর পরিষেবা নিয়ে তাঁদের যে কোনওরকম অভিযোগ লিখিতভাবে সেখানে জানাতে পারবেন। খুব শীঘ্রই এই পরিষেবা চালু হবে বলে জানিয়েছেন চেয়ারম্যান।

সিকিম থেকে পালিয়ে শিলিগুড়িতে গ্রেফতার স্পাইডারম্যান

প্রতিবেদন: সিকিম থেকে পালিয়ে শেষ রক্ষা হল না। শিলিগুড়ি থেকে ধরা পড়ল স্পাইডারম্যান। একটি চুরির পর সিকিম থেকে শিলিগুড়িতে পালিয়ে আত্মগোপন করেছিল ওই যুবক। সিকিম ও বাংলার পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করল। ধৃত ওই যুবকের নাম রাকেশ রাই। পুলিশ জানিয়েছে, বাড়ির দেওয়ালের পাইপ, জানলা বেয়ে উপরে উঠতে সিদ্ধহস্ত! একের পর এক চুরির অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। সিকিমে কুখ্যাত ওই যুবক স্পাইডারম্যান হিসেবেই পরিচিত। বিভিন্ন বাড়ির পাইপ বেয়ে চুরিতে সিদ্ধহস্ত এই যুবক। নিমেষে বহুতল, বিল্ডিংয়ের দেওয়াল বেয়ে উঠে পড়ে আবার নিমেষের মধ্যে নেমেও যায়। একাধিক চুরির তদন্তে সেইই প্রধান অভিযুক্ত। পুলিশ জানিয়েছে, ২৯ অক্টোবর পশ্চিম সিকিমের গেজিং থানার অন্তর্গত একটি বাড়ির তালা ভেঙে ১০ গ্রাম সোনা, ৫০০ গ্রাম রুপো ও প্রায় ৬০ হাজার টাকা নগদ চুরি হয়েছিল। ১০ লক্ষ টাকার গয়না, নগদ চুরি হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার তদন্ত শুরু করে গেজিং পুলিশ এক সন্দেহভাজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সেই জিজ্ঞাসাবাদেই উঠে আসে, চুরির মূল অভিযুক্ত রাকেশ রাই ওরফে স্পাইডারম্যানের নাম। মোবাইল ফোনের লোকেশন ট্র্যাক করে তার সন্ধান পাওয়া যায়। এরপরই সিকিমের গেজিং থানার পুলিশ প্রধাননগর থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে। দুই থানার পুলিশ সাদা পোশাকে অভিযান চালায়। মিলনমোড় এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়।

■ আদালতের পথে ধৃত রাকেশ রাই।

সহায়তা শিবির

■ এসআইআর করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে কমিশন। সাধারণ মানুষ আতঙ্কে। তাঁদের দিকেই সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দিয়েছে প্রশাসন। রায়গঞ্জ শহরের জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ফর্ম ফিল আপে সহায়তা চলছে। বাংলার ভোট রক্ষা ক্যাম্পে দিনরাত মানুষের পাশে থেকে কাজ করছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে শুরু করে কর্মীরা। প্রতিটি বৈধ ভোটারের অধিকার রক্ষায় দায়বদ্ধতা রাখতেই এই উদ্যোগ বলে জানান পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস।

পদ থেকে ইস্তফা

■ দলীয় নির্দেশে মেনে উপ-পুরপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন তুফানগঞ্জ পুরসভার উপ-পুরপতি তনু সেন। বুধবার তুফানগঞ্জ পুরসভায় সাংবাদিক বৈঠকে এই কথা জানানো হয়। পাশাপাশি তুফানগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যানের হাতে ইস্তফাপত্র তুলে দেন তনু সেন। এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, দলের নির্দেশে তুফানগঞ্জ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হবে অম্লান রায়কে।

যুবকের দেহ উদ্ধার

■ কাঠ-কয়লা জ্বালিয়ে ঘুমোতে গিয়ে ঘটল মর্মান্তিক পরিণতি। ধোঁয়া ও গ্যাসে মৃত্যু হল যুবকের। বাড়ি থেকে উদ্ধার হল নিথর দেহ। কালিয়াগঞ্জের ঘটনা। মৃতের নাম সপ্তর্ষি (৪৪)। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।

চা-শ্রমিকদের পাশে

■ মাটিগাড়া নকশালবাড়ি বিধানসভা অন্তর্ভুক্ত অটল চা-বাগানের মেইন ডিভিশনে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন এসআইআর নিয়ে সহায়তা শিবির আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি চলে বাংলার ভোট রক্ষা শিবির। এদিন চা-শ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করে পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতি নির্জল দে, ইউনিট সভাপতি শত্রুঘ্ন শা, ইউনিট সম্পাদক কর্ম দাস তির্কি, অমৃতা তাঁতি, মেরি মিঞ্জ, বিএলএ ২ প্রহ্লাদ শর্মা-সহ অন্যরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
আমার বাংলা
13 November, 2025 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

২ গ্রামে নয়া দুটি রিভার পাম্প রাজ্যের বরাদ্দ ৯৬ লক্ষ টাকা

পলাশিপাড়া

প্রতিবেদন : দীর্ঘদিন অকেজো ছিল রিভার পাম্প। এবার সেই পাম্প নতুন করে তৈরির অনুমোদন দিল রাজ্য। পলাশিপাড়া থানার গোপীনাথপুর ও হাঁসপুকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ঈশ্বরচন্দ্রপুরে এই দুটি রিভার পাম্প তৈরির জন্য রাজ্য ৪৮ লক্ষ টাকা করে দুটির জন্য ৯৬ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেছে। শিগগিরই কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। জানা গিয়েছে, গোপীনাথপুর ও ঈশ্বরচন্দ্রপুরের দুটি রিভার পাম্পই দীর্ঘদিন অকেজো হয়ে পড়ে আছে। ওই এলাকার কৃষকদের শ্যালোর জলে চাষ করতে হয়। ফলে চাষের খরচ অনেক বেশি পড়ে যায়। এই দুটি গ্রামের পাশ দিয়ে গিয়েছে জলঙ্গি নদী। চাষিরা দাবি জানান, এই নদীতে অকেজো রিভার পাম্প দুটি বাতিল করে নতুন পাম্প বসানো হলে তাঁদের উপকার হবে। এই নিয়ে প্রশাসনকে দরবার করে আসছিলেন তাঁরা। বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য বিষয়টি জেনে বিভাগীয় মন্ত্রীকে জানান। মন্ত্রী বিষয়টি ওয়াটার রিসোর্স দফতরে জানালে দফতরের কর্তারা এলাকা পরিদর্শন করে নতুন দুটি রিভার পাম্প বসানোর অনুমোদন দেন। এই রিভার পাম্প চালু হলে দুটি এলাকার কয়েক হাজার বিঘে জমিতে সহজে চাষ সম্ভব হবে বলে কৃষকেরা জানান। জানা গিয়েছে, ঈশ্বরচন্দ্রপুরে রিভার পাম্প খারাপ থাকায় এলাকায় চাষের জন্য শ্যালোর জলই এতদিন ভরসা ছিল। এবার এলাকায় একটি রিভার পাম্প বসানোর জন্য টাকা অনুমোদন হওয়ায় এলাকার কৃষকেরা খুশি। রিভার পাম্প বসলে তাঁরাও কম খরচে চাষ করতে পারবেন বলে জানান গোপীনাথপুরের কৃষকেরাও। তাই তাঁরা চান তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হোক। বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য জানান, বিভিন্ন এলাকার চাষিদের সঙ্গে কথা বলে রিভার পাম্পগুলি সম্পর্কে জানতে পেরেই সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে ছিলাম। আবেদনে সাড়া দিয়ে এবার দুটি অকেজো রিভার পাম্প সম্পূর্ণ নতুন করে তৈরি হবে। চাষিরাও উপকৃত হবেন।

বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে হাঁটু প্রতিস্থাপনের সফল অস্ত্রোপচার

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : নতুন জীবন ফিরে পেলেন বিষ্ণুপুর পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের তুতবাড়ির প্রৌঢ়া ঊর্মিলা দে (৫৫)। দীর্ঘদিন হাঁটুর সমস্যায় ভুগে ধনুকের মতো বেঁকে গিয়েছিল তাঁর বাঁ পা। অসহায় পরিবার বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দুর্গাপুর-সহ বিভিন্ন জায়গায় ডাক্তার দেখিয়েও কিছুতেই সমস্যা মেটাতে পারেনি। সকলেই অস্ত্রোপচারের কথা বলে। আর সেই অস্ত্রোপচারে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় লাখ টাকা খরচ হবে। যা জোগাড়ের সামর্থ্য পরিবারের ছিল না। অবশেষে বিষ্ণুপুর হাসপাতালের আউটডোরে চিকিৎসা শুরু হয় গত বছর। বিশিষ্ট অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ সমীর জানা ধীরে ধীরে চিকিৎসার পর জানান, এবার একটা বিরল অস্ত্রোপচার করতে হবে। বিষয়টি জানানো হয় বিষ্ণুপুরের স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ শুভঙ্কর কয়ালকে। তাঁদের সহযোগিতায় সাহসের সঙ্গে এই অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন ডাঃ সমীর জানা। শেষ পর্যন্ত জেলা হাসপাতালের ক্ষেত্রে এমন বিরল অস্ত্রোপচার করে সাফল্য পান তিনি ও তাঁর সহযোগীরা। ফলে খুশি রোগী ও রোগীর আত্মীয়রা। ঊর্মিলা দেবীর কন্যা ঝরনা সিংহ জানান, যেখানে বাইরে চিকিৎসা করতে ৬ লাখের মতো খরচ হত সেখানে একেবারে নিখরচায় সরকারি হাসপাতালে এই চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন তাঁরা। সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি ও তাঁদের পরিবার।

■ অস্ত্রোপচারের পর ঊর্মিলা দে-র সঙ্গে কন্যা ঝরনা সিংহ।

গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে পুড়ল বাড়ি, মৃত শিশু হাসপাতালে দগ্ধ পাঁচ

কান্দি

প্রতিবেদন : কান্দির রামেশ্বরপুরে এক বাড়িতে রান্নার সময় আচমকা গ্যাস সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ ঘটে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে গোটা বাড়ি। সেই আগুনে দগ্ধ শিশু-সহ বাড়ির ৬ সদস্য। । সবাইকেই উদ্ধার করে পাঠানো হয় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যালে। হাসপাতাল সূত্রের জানা যায়, সেখানে মৃত্যু হয়েছে এক শিশুর। বিস্ফোরণে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে ঘরের জিনিসপত্র। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দির ডালিম শেখ তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে থাকতেন ওই বাড়িতে। অন্যান্য দিনের মতো তাঁর স্ত্রী রাজিয়া বিবি রান্না করার সময় আচমকা বিকট শব্দে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে দাউদাউ করে রান্নাঘরে জ্বলে ওঠে আগুন। তার লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে গোটা বাড়ি জুড়ে। একে অন্যকে বাঁচাতে গিয়ে দগ্ধ হন পরিবারের ৬ জন সদস্যই। প্রতিবেশীরা খবর দেন স্থানীয় থানা ও দমকলে। ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছন পুলিশ ও দমকল আধিকারিকেরা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এনে উদ্ধারকাজ শুরু হয়। ৬ জনকেই উদ্ধার করে পাঠানো হয় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যালে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আগুনে দগ্ধ ৩ মাসের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বাকি পাঁচজনের চিকিৎসা চলছে। পুলিশ জানায়, প্রাথমিক ধারণা, গ্যাস সিলিন্ডার ফেটেই বিপত্তি। তবে সিলিন্ডারের সমস্যা ছিল, নাকি পিছনে অন্য কিছু ছিল খতিয়ে দেখা হবে।

ছাত্রী-খুনের ৭৮ দিনেই দেশরাজ-সহ তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট

কৃষ্ণনগর

■ দেশরাজ, ঈশিতা। ফাইল ছবি।

প্রতিবেদন : কৃষ্ণনগরে বাড়িতে ঢুকে স্কুলছাত্রীকে গুলি করে নৃশংস খুনের ৭৮ দিনের মাথায় মূল অভিযুক্ত প্রেমিক দেশরাজ সিং ও তার দুই আত্মীয়ের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিল পুলিশ। মঙ্গলবার কৃষ্ণনগর মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে জমা পড়ে ৩০০ পাতার চার্জশিট। তাতে দেশরাজ, তার বাবা রাঘবেন্দ্রপ্রতাপ সিং ও মামা কুলদীপ সিংয়ের বিরুদ্ধে খুন, তথ্যপ্রমাণ লোপাট, সংগঠিত অপরাধ-সহ অস্ত্র আইনে অভিযোগ আনা হয়েছে। অন্যদিকে খুনের অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানায় নিহত ছাত্রীর পরিবার। প্রসঙ্গত, এ বছর ২৫ অগাস্ট কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ লাগোয়া বাড়িতে ঢুকে তার প্রাক্তন প্রেমিকা উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রী ঈশিতা মল্লিককে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে কাঁচরাপাড়ার বাসিন্দা, আদতে উত্তরপ্রদেশ নিবাসী দেশরাজ সিং। চার্জশিটের সঙ্গে ২১ জন সাক্ষীর বয়ান ছাড়াও অস্ত্র উদ্ধার ও ঘটনার পুনর্নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যপ্রমাণও জমা দিয়েছে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত হওয়া বেশ কিছু ইলেকট্রনিক্স ও মেটিরিয়ালিস্টিক এভিডেন্সও জমা দেওয়া হয়েছে পুলিশের তরফে। নিহত ছাত্রীর বাবা দুলাল মল্লিক জানান, পুলিশের উপর আমাদের প্রথম থেকেই আস্থা ছিল। পুলিশ আমাদের বারবার ভরসা জুগিয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চার্জশিটও দিয়েছে। এবার আশা করছি দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে।

সিটি সেন্টার পুলিশের জালে পড়ল ২ জেলার ২ বাইক চোর

■ আদালতের পথে দুই বাইক চোর।

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : প্রথমে বাইক চুরি। তারপর পুলিশের চোখে ধুলো দিতে নাম্বার প্লেট নকল। তার পরেও শেষরক্ষা হল না। দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার ফাঁড়ির পুলিশের হাতে বাইক সমেত গ্রেফতার হল ২ দুষ্কৃতী। বুধবার ধৃতদের মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাপুরের গান্ধী মোড়ের বেসরকারি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সামনে থেকে একটি বাইক চুরি যায়। সিটি সেন্টার ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের হলে তদন্তে নামে পুলিশ। সিসি ক্যামেরা ফুটেজ দেখে গত ৮ নভেম্বর বাঁকুড়া থেকে গ্রেফতার করা হয় রাজেশ মণ্ডল ওরফে লেবুকে। ওইদিনই বোলপুর ক্যানেলপাড়া থেকে গ্রেফতার হয় লক্ষ্মী সাহানি। তাদের চার দিনের পুলিশি হেফাজতে নেয় পুলিশ। তারপরেই জেরা করে উদ্ধার হয় চুরি যাওয়া বাইকটি। রাজেশ ওরফে লেবু দুর্গাপুরের সেকেন্ডারি এলাকার বাসিন্দা। লক্ষ্মী বোলপুর ক্যানেল পাড়ার বাসিন্দা। বাইকটি যাতে না চেনা যায় সেজন্য নাম্বার প্লেট নকল করা হয়েছিল।

বিয়ের আসরে বিদ্যাসাগর, নারীশিক্ষার অঙ্গীকারে নয়া নজির

তুহিনশুভ্র আগুয়ান ● রামনগর

বিয়ের আশীর্বাদ অনুষ্ঠানে কোনও দেবদেবী নন। বসে আছেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর! কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠানে এমনই সিদ্ধান্তে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগর ২ ব্লকের সটিলাপুর গ্রামের শিক্ষক নন্দগোপাল পাত্র। ইতিমধ্যে অভিনব এই আশীর্বাদের ছবি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। পাত্র পরিবারের কাছে ঈশ্বরচন্দ্রই হলেন আসল ঈশ্বর। তাঁদের মতে, পাত্রপাত্রীর স্বাবলম্বী হওয়ার পিছনে আসল কারণ তিনিই। আর তাই বিদ্যাসাগরকে সামনে রেখেই পালিত হল এই বিবাহের প্রথম পর্ব। গত রবিবার নন্দগোপালবাবুর মেয়ে পেশায় আইনজীবী ইলিখা পাত্রের বিয়ের প্রথম পর্ব অর্থাৎ আশীর্বাদ অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয় 'আশীর্বাদের আভায় শুরু শুভযাত্রা।' পিছনে ব্যানারে লেখা প্রাণাধীশ, মুখচন্দ্রিকা, কাজললতার মতো

বিভিন্ন শব্দ। আর সেই ব্যানারের নিচেই আশীর্বাদ পর্বে বসেন হবু বরকনে অঙ্কিত ও ইলিখা। তাঁদের ডান পাশেই আসন পেতে বসানো হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি। সেই মূর্তির সামনেই চলে গোটা আশীর্বাদ পর্ব। বিয়ের আসরে বাংলার মনীষী ও সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগরকে এভাবে দেখে অভিভূত অনেকেই। কন্যা ইলিখা আইনে স্নাতকোত্তর, কলকাতায় প্র্যাকটিস করেন। তাঁর বাবা দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন। পাত্র মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা পেশার ইঞ্জিনিয়ার অঙ্কিত চৌধুরি। কন্যার পিতার এই ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্তে অভিভূত বরের বাড়ির সদস্যেরাও। তাঁর বাবার এই উদ্যোগ নিয়ে পাত্রী ইলিখা বলেন, বাবার বিভিন্ন ধরনের ব্যতিক্রমী ভাবনা আমাদের চিরকাল অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর এই সিদ্ধান্ত শুধু দৃষ্টান্ত নয়, নারীশিক্ষার প্রতি নতুন অঙ্গীকার। এ বিষয়ে নন্দগোপালবাবুর বক্তব্য, মেয়েরা যেভাবে নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে শিখরে পৌঁছচ্ছে তার অন্যতম কারিগরই হলেন বিদ্যাসাগর। তাঁর প্রতি সম্মান যাতে সব সময় বজায় থাকে তাই এমন আয়োজন। এই মানুষটির কাছে আমাদের মাথা নত করতেই হয়।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খিচুড়িতে সাপের খোলস। তাই খেয়ে অসুস্থ অন্তত ২০টি শিশু। নদিয়ার চাপড়া ব্লকের ডোমপুকুর এলাকার ঘটনা। অসুস্থ শিশুদের স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে

পূর্বস্থলী ২ ব্লকের চাঁপাতলার এক বুথে ২০০২-এর তালিকায় নাম নেই

আতঙ্কে পাঁচশোর বেশি ভোটার

প্রতিবেদন : প্রায় সবারই ভোটার, আধার, রেশন কার্ড-সহ জরুরি প্রায় সব নথিই হাতেই আছে। এর আগে নানা বছর ভোটও দিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নিজেদের নাম না দেখে পূর্বস্থলী ২ ব্লকের কালেখাঁতলা ১ পঞ্চায়েতের চাঁপাতলা ১৯৭ নম্বর বুথের অর্ধেকেরও বেশি ভোটার এই মুহূর্তে রয়েছেন মহাআতঙ্কে। এসআইআরের ফর্ম পেলেও শেষ পর্যন্ত আদতে কী হবে, তা ভেবেই কার্যত নির্ঘুম রাত কাটছে তাঁদের। কালনার মহকুমা শাসক অহিংসা জৈন অবশ্য তাঁদের আশ্বস্ত করে মঙ্গলবারেই জানিয়ে দেন, ২০০২-এর তালিকায় নাম নেই বলেই যে আপনাদের নাম বাদ চলে যাবে সেটা নয়। নথিপত্র জমা দেওয়ার পর শুনানি হবে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। প্রসঙ্গত, পূর্বস্থলীর এই চাঁপাতলা বুথে মোট ভোটার সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৯০০। এর মধ্যে চারশোর মতো নাম রয়েছে ২০০২-এর ভোটার তালিকায়। তবে অর্ধেকের বেশি ভোটারের নামই নেই ওই তালিকায়। জানা গিয়েছে, এঁদের একটা বড় অংশই বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। তবে অনেকেরই মা-বাবার নাম ওই তালিকায় থাকার সুবাদে তাঁদের মনে ভরসা থাকলেও একটি বুথেই এতজন ভোটারের নাম না থাকায় গভীর উদ্বেগ দেখা দিয়েছে চাঁপাতলার বাসিন্দাদের মনে। এঁদের একজন স্বপ্নারানি দাসের কথায়, আধার, ভোটার, রেশন কার্ড সবই রয়েছে। আমি ও আমার স্বামী পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার হিসেবে গত লোকসভা নির্বাচনেও ভোট দিয়েছি। ২০০২-এর তালিকায় আমার বাবার নাম থাকায় কিছুটা ভরসা পেয়েছি। তবে আমার স্বামীর মা-বাবা কারও নাম না থাকায় বড় চিন্তায় আছি। দুজনেই এসআইআরের ফর্ম পেলেও শেষ পর্যন্ত যে কী হবে, সেটাই বুঝতে পারছি না। এলাকার অনেকেরই মতে, অবিলম্বে এর একটা বিহিত হওয়া উচিত।

> **শেষ লোকসভা ভোটেও অংশ নেন পূর্বস্থলী ২ ব্লকের চাঁপাতলায় ১৯৭ বুথের ভোটাররা। সেখানে প্রায় সাড়ে ৯০০ ভোটারের মধ্যে চারশোজনের মতো নাম আছে ২০০২-এর ভোটার তালিকায়। অর্ধেকের বেশি ভোটারের নাম না থাকায় আতঙ্কে রয়েছেন তাঁরা। অথচ সবার রয়েছে আধার, রেশন এবং ভোটার কার্ডও।**

এলাকাবাসীর দাবিপূরণ হল

২৮ লক্ষে শুরু আদিবাসী অঞ্চলে ঢালাই রাস্তা তৈরি

■ রাস্তার সূচনায় জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ শান্তি টুডু, প্রধান জগন্নাথ মুলা।

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : জেলার ডেবরা ব্লকের ১ নং ভবানীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভীমপুর থেকে আমদানগর পর্যন্ত ১ কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল ছিল। ৭-৮ বছর আগে থেকেই আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার মানুষজন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে দাবি জানিয়ে আসছিলেন এই রাস্তাটি পাকা করার জন্য। মাঝে অনেকগুলো বছর কেটে গিয়েছে। অবশেষে সেই দাবিপূরণ করছে রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়ন দফতর। দফতরের ২৮ লক্ষ টাকা আর্থিক সহযোগিতায় এলাকায় ঢালাই রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। কাজের শুভ সূচনা করেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ শান্তি টুডু ও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জগন্নাথ মুলা। জানা গিয়েছে, কয়েক দিনের মধ্যেই কাজ সম্পূর্ণ হবে। ফলে এলাকার মানুষজনের যাতায়াতের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা মিটতে চলায় খুশি এলাকাবাসী।

তৎপর নলহাটি পুলিশ, উদ্ধার হল ২০ হাজার জিলেটিন স্টিক

সংবাদদাতা, বীরভূম : দিল্লি পুলিশ তৎপর না থাকলেও বাংলার পুলিশ কিন্তু তৎপর। আর তাতেই মিলল বড়সড় সাফল্য। বীরভূমে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক। বুধবার ভোররাতে নলহাটি থানার পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে এই বিস্ফোরক উদ্ধার করে। গ্রেফতার করা হয় নারায়ণ ঘোষকে। বীরভূমের পুলিশ সুপার শ্রী আমনদীপ জানিয়েছেন, নলহাটি-ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে একটি বোলেরো পিকআপ ভ্যান যাচ্ছিল। নলহাটি থানার পুলিশ সুলতানপুরে নাকা চেকিংয়ের সময় ওই ভ্যানটিকে সন্দেহবশত দাঁড় করিয়ে তল্লাশি অভিযান চালায়। আর তাতেই মেলে পুলিশের বড় সাফল্য। ওই ভ্যানে করে ৫০টি বস্তায় ভরে প্রায় ২০ হাজার জিলেটিন স্টিক পাচার করা হচ্ছিল। প্রাথমিক তদন্তের পর নলহাটি থানার পুলিশ অভিযুক্ত নারায়ণ ঘোষকে গ্রেফতার করে বুধবার রামপুরহাট আদালতে তুললে বিচারক তার পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সুপার জানান, ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা হবে এই বিপুল পরিমাণ জিলেটিন স্টিক কোথায় কী উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। অপরাধীদের সতর্ক করে দিয়ে পুলিশ সুপারের হুঁশিয়ারি এই ধরনের বিস্ফোরক পাচার-সহ সব ধরনের অপরাধ ও নাশকতামূলক কাজকে নির্মূল করা চালাবে জেলা পুলিশ।

■ এই গাড়িতে মিলেছে বিস্ফোরক।

ঝাড়গ্রামের সরডিহা অঞ্চলের পাথরি গ্রামে শিবির করে বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত নিজেই মানুষের এসআইআর ফর্ম পূরণ করলেন।

জাগোবাংলার স্টলে তৃণমূলের এসআইআর সহায়তা কেন্দ্র চালু

কৃষ্ণনগর

■ শিবিরে মানুষকে সহায়তা দানে তৃণমূলকর্মীরা।

প্রতিবেদন : বাংলার সাধারণ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে এসআইআরের মাধ্যমে বাদ দেওয়ার বিজেপির চক্রান্তের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো কৃষ্ণনগর শহরের প্রাণকেন্দ্র পোস্ট অফিস মোড়ে জাগোবাংলার স্টলে চালু হল বিশেষ এসআইআর সহায়ক কেন্দ্র। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত তৃণমূল নেতা-কর্মীরা কৃষ্ণনগর পুরসভার ২৫টি ওয়ার্ডের ২০০২ সালের ভোটার তালিকা নিয়ে কাজ করছেন এবং সঠিক পদ্ধতিতে সাধারণ মানুষের এসআইআর ফর্মপূরণে সহায়তা করছেন। তৃণমূল নেতা দীপক বিশ্বাস বলেন, এসআইআর প্রসঙ্গে নানা বিভ্রান্তি ও আতঙ্ক পোষণ করার কিছু নেই। আমাদের কাজ হল ভোটারের নাম ও অধিকার নিরাপদ রাখা।

পুলিশকুকুর নিয়ে তল্লাশি স্টেশনে

বাঁকুড়া

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : সম্প্রতি দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে ফের প্রশ্নের মুখে পড়েছে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা। জঙ্গিদের ছক বানচাল করতে দেশ জুড়ে তাই তৎপর হয়েছে পুলিশ। সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গকে জঙ্গিরা টার্গেট করতে পারে এই আশঙ্কায় বাড়তি সতর্কতামূলক পদক্ষেপ করছে রাজ্য পুলিশের সঙ্গে রেল পুলিশও। বুধবার দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের বাঁকুড়া স্টেশনে সকাল থেকে রেল পুলিশের তরফে চলে চিরুনি তল্লাশি। মেটাল ডিটেক্টর ছাড়াও পুলিশ কুকুর নিয়ে স্টেশন জুড়ে তল্লাশি চালায় রেল পুলিশ। তল্লাশি চালানো হয় যাত্রীদের সঙ্গে থাকা সামগ্রী, ট্রেনের কামরা ও পার্কিং লটেও। পুলিশের দাবি, দিল্লি বিস্ফোরণের পর একদিকে যাত্রীদের মনোবল ফেরানো আর অন্যদিকে নাশকতা ঠেকাতেই এমন উদ্যোগ।

প্রবল গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, ২ বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে দলেরই একাংশের পোস্টার

সংবাদদাতা, দাসপুর : দাসপুরের একাধিক জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে বিজেপির ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক প্রশান্ত বেরা এবং ২ নম্বর মণ্ডল সভাপতি সমীর প্রামাণিকের নামে পড়ল দলেরই একটি গোষ্ঠীর পোস্টার। তাঁদের পদত্যাগেরও দাবি জানানো হয়েছে ওই সব পোস্টারে। এভাবে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসায় অস্বস্তিতে পড়েছে এলাকার বিজেপি নেতৃত্ব। পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরের উত্তর গোবিন্দনগর, তেমুহানি স্টিল ব্রিজ, কলোরা এলাকায় এরকম একাধিক পোস্টার নজরে পড়ে পথচলতি মানুষের। রাস্তা বা চায়ের দোকানের সামনে বিভিন্ন জায়গায় দেওয়ালে একাধিক লিফলেট সাঁটা থাকতে দেখা যায়। তাতে বিজেপির দুই নেতার নামে দুর্নীতির উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে দাসপুর ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সুনীল ভৌমিক কটাক্ষ করে বলেন, এটাই তো বিজেপি নেতাদের আসল চরিত্র। দাসপুরে মানুষের জন্য কোনও কাজ না করে নিজেদের মধ্যেই এখন লড়াই লেগে গিয়েছে। ওদের আর বাংলার মানুষ ভোট দেবেন না এটা নিশ্চিত।

গাড়ি-বাইক সংঘর্ষ মৃত্যু হল যুবকের

প্রতিবেদন : বুধবার সন্ধ্যায় দুর্গাচকের রাস্তায় আচমকা একটি চারচাকা গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় একটি মোটর বাইকের। সংঘর্ষের ফলে বাইক থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়েন ওই যুবক। তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। যুবকের পরিচয় জানা যায়নি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত চলে আসে স্থানীয় থানার পুলিশ। ঘাতক গাড়িটিকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

রাজ্যের যাত্রীসাথী অ্যাপে এবার আসানসোলে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা

সংবাদদাতা, আসানসোল : এবার যাত্রীসাথী অ্যাপে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু হল আসানসোলে। সাধারণ মানুষের পরিবহণ পরিষেবা পেতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যাত্রীসাথী অ্যাপ চালু করা হয় ২০২৪ থেকে। আসানসোল দুর্গাপুর কমিশনারেটের এলাকায় এই যাত্রীসাথী অ্যাপের মাধ্যমে পরিষেবা দিয়ে আসছেন গাড়িচালকেরা। এবার থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম আসানসোলে সরকারি এই অ্যাপের মাধ্যমেই মিলবে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা। বুধবার এক সাংবাদিক বৈঠকে এই অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা শুরুর কথা জানান আসানসোল দুর্গাপুর কমিশনারেটের কমিশনার সুনীলকুমার চৌধুরি।

আমার বাংলা
13 November, 2025 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পর্যালোচনা বৈঠকে পঞ্চায়েত দফতর

নাগরিক পরিষেবায় নজর প্রশাসনের

প্রতিবেদন : বাংলার প্রান্তিক জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা বৈঠক করল পঞ্চায়েত দফতর। বুধবার সোনারপুরের জয়হিন্দ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই উপস্থিত ছিলেন দফতরের মন্ত্রী, সচিব-সহ জেলা প্রশাসনের সর্বস্তরের কর্মকর্তারা।

এই পর্যালোচনা বৈঠকে পঞ্চায়েত এলাকার রাস্তাঘাট, বাংলার বাড়ি, শৌচালয়, পানীয় জলের ব্যবস্থা, আনন্দধারা, পঞ্চদশ অর্থ কমিশন, কর্মশ্রী-সহ যাবতীয় নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে হয় আলোচনা। আগামীতে পঞ্চায়েত উন্নয়নের কাজ কীভাবে এগোবে সেই নিয়েই রূপরেখা তৈরি হয়। দফতরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, আজকের পর্যালোচনা বৈঠক সফলতার সঙ্গে হয়েছে। ১০০ দিনের কাজের টাকা, যা আটকে আছে তা যেন আবার শুরু হয়, মানুষের যে জলের সমস্যা, রাস্তাঘাটের সমস্যা, সব দিকে যেন উন্নয়নের কাজে হাত দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী দিনে সাধারণ মানুষের জন্য আরও অনেক প্রকল্প নিয়ে আসছেন, পথশ্রী প্রকল্পের কাজগুলোর দিকে আরও বেশি নজরদারি চালাতে হবে।

সোনারপুরে পর্যালোচনা বৈঠকে জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক কর্তারা।

বাংলার মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় সবচেয়ে বেশি নতুন রাস্তা ও মেরামতির হচ্ছে। কাজের গুণমানে খামতির অভিযোগ উঠলেই দ্রুততার তদন্ত করতে নির্দেশ দেওয়া সংশ্লিষ্ট কর্মী-আধিকারিকদের। গাফিলতি প্রমাণিত হলেই সেই নির্মাণ সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে জানান পঞ্চায়েত দফতরের সচিব পি উলগানাথন। বৈঠকে জানা যায়, জেলা থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রায় ৩ লক্ষ উপভোক্তা বাংলার বাড়ি প্রকল্পে টাকা পেতে চলেছেন। এর জন্য যাবতীয় কাজ ৩ ডিসেম্বরের মধ্যে সেরে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শৌচালয় বানানোর জন্যও দেওয়া হবে আর্থিক সাহায্য।

বৈঠকের উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, দিলীপ মণ্ডল, শিউলি সাহা, বেচারাম মান্না, জেলাশাসক অরবিন্দকুমার মিনা, সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, বাপি হালদার, সভাধিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রি, একাধিক বিধায়ক, বিডিও-সহ জেলার সমস্ত স্তরের জনপ্রতিনিধি, আধিকারিকরা।

সবুজ সাথী প্রকল্পে বেলুড় বয়েজ স্কুলের ছাত্রদের সাইকেল বিতরণ। ছিলেন বালির পুর প্রশাসক ও বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়।

দিঘি রোড-বাসীদের দীর্ঘদিনের দাবিকে মান্যতা দিয়ে দিঘি রোড পুনর্গঠন প্রকল্প সফলভাবে শেষ করায় মুখ্যমন্ত্রী ও বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে জনসভা।

'হাঁটি হাঁটি পা পা'র ট্রেলার-পোস্টার লঞ্চ। বুধবার হোটেলে সেই অনুষ্ঠানে চিরঞ্জিত চক্রবর্তী ও রুক্মিণী মৈত্র। ছবির পরিচালক অর্ণব মিদ্যা। ছিলেন অঞ্জনা বসু, তুলিকা বসু, সন্দীপ ভট্টাচার্য, বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রযোজক অরুণাভ মিদ্যা, অন্বেষা দত্তগুপ্ত-সহ অন্যেরা। ২৮ নভেম্বর ছবির মুক্তি।

যুবকের রহস্য মৃত্যু, তদন্ত

প্রতিবেদন: বান্ধবীকে নিয়ে ঘুরতে গিয়ে শিলিগুড়িতে এক যুবকের মৃত্যু। কারণ নিয়ে দানা বেঁধেছে রহস্য। মৃতের নাম দীপক মণ্ডল (২৩)। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, মোটরবাইকে বান্ধবীকে নিয়ে গুলমার জঙ্গলে ঘুরতে যান। সন্ধ্যা ছ'টার নাগাদ তিনি বন্ধু ও আত্মীয়দের ফোনে জানান, একটা ঝামেলা হয়েছে। তাঁরা যেন দ্রুত চম্পাসারি মোড়ে পৌঁছন। আধ ঘণ্টা পরে দীপকের মোবাইল থেকে তাঁর ওই বান্ধবী ফোন করেন নিজের বাড়িতে। পরিবারকে তিনি বলেন, 'দীপক মোটরবাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে। তারপরই আসে মৃত্যুর খবর। মৃত্যুর কারণ জানতে শুরু হয়েছে তদন্ত।

জখম বনকর্মী

লোকালয় ঢুকে পড়া বুনো হাতির দলকে জঙ্গলে মুখো করতে গিয়ে হাতির হানায় জখম হল এক বনকর্মী। ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার জেলার লতাবাড়ি এলাকায়। মঙ্গলবার রাতে কালচিনি ব্লকের বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গল থেকে বুনো হাতির দল লতাবাড়ি এলাকার ধান খেতে ঢুকে পড়ে। হাতির দলটিকে জঙ্গলমুখী করতে গিয়েই জখম হন বনকর্মী রাজু ওরাওঁ।

রাজ্যের উদ্যোগে তৈরি হবে নোনাই সেতু

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: নোনাই সেতু নতুন ভাবে তৈরি করার কাজের অনুমোদন দিল রাজ্য সরকার। পূর্ত দফতর সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে। ২০১৮ সালে বানারহাট ব্লকের গয়েরকাটা থেকে নাথুয়াগামী রাজ্য সড়কে মোরাঘাট জঙ্গল লাগোয়া নোনাই নদীর ওপরে থাকা সেতুটিকে বাতিল ঘোষণা করে তার ওপর দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে পূর্ত দফতর। কয়েক মাস পরে সেতুরপাশ দিয়ে একটি অস্থায়ী লোহার সেতু তৈরি করলেও সেই সেতু দিয়ে ভারী যান চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়। ফলে জরুরী কালীন পরিষেবা সহ ব্যবসায়িক কাজে ভারী গাড়িতে করে মাল পরিবহন বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে সমস্যায় পড়েন ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ যাত্রীরাও। ওই রুটে বন্ধ হয়ে যায় বাস পরিষেবাও। রুটের সমস্ত বাস বিক্রি করে করে দিতে বাধ্য হন বাস মালিকরাও। এভাবেই প্রায় সাত বছর সেতুটি বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকে। সেতু পুনঃনির্মাণের জন্য আন্দোলন হলেও এই সেতুটির কাজে অনুমোদন হচ্ছিল না। অবশেষে এই পুনঃনির্মাণের অনুমোদন দিল রাজ্য সরকার। গয়েরকাটা পূর্ত দফতরের আধিকারিক সৌভিক সাহা জানান, নোনাই সেতু নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আগামীতে এই কাজের টেন্ডার হবে। মধ্য ডুয়ার্স উন্নয়ন মঞ্চের অন্যতম সদস্য উজ্জ্বল দাম জানান, দীর্ঘদিন ধরে আমরা এই সেতুটি নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলাম।

দীর্ঘ টালবাহানার পর শুরু হচ্ছে নোনাই সেতুর কাজ।

হাতিকে সুস্থ রাখতে ফুটবল

প্রতিবেদন: শরীর সুস্থ রাখতে হাতিও খেলছে ফুটবল! এমনই ছবি দেখা গেল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান। সেখানে থাকা পাঁচটি হস্তিশাবককে রোজ সকালবেলা হাঁটানো, দৌড় করানো হয়। শুধু তাই নয়, হস্তিশাবকদের খেলানো হয় ফুটবলও। সম্প্রতি ওই জাতীয় উদ্যানে তিন মাসের একটি হস্তিশাবককে ফুটবল খেলানো হচ্ছিল। বল দেখেই আনন্দে আত্মহারা সেই খুদে। এই প্রসঙ্গে জলদাপাড়ার বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান জানান, ছোট শাবকদের নানারকম কসরত করানো হচ্ছে। এর ফলে ওদের শরীর যেমন সুস্থ থাকে, তেমনই মন-মেজাজ ভাল থাকে। পিলখানার কুনকি হাতি চৈতির দ্বিতীয় সন্তান এই শাবকটি। জলদাপাড়ার প্রাণী চিকিৎসক উৎপল শর্মার কথায়, শরীর সুস্থ রাখতে খেলাধুলোর বিকল্প নেই।

গ্রামের মহিলাদের স্বনির্ভর করতে ফুড প্রজেক্ট

সংবাদদাতা, মালদহ: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে স্বনির্ভর হয়েছেন প্রত্যন্ত গ্রামের মহিলারা। আনন্দধারা প্রকল্পের মাধ্যমে হচ্ছে একের পর কাজ। বুধবার মালদহের মিরজাতপুরে ফুড প্রজেক্টটির উদ্বোধন করেন রতুয়া-২নং ব্লকের বিডিও শেখর শেরপা। উপস্থিত ছিলেন রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা পরিচালিত এই উদ্যোগে তৈরি হবে নানা ধরনের প্যাকেটজাত খাদ্যদ্রব্য- যেমন মুড়ি, চিঁড়ে, মশলা, আচার, স্ন্যাক্স ইত্যাদি। স্থানীয় বাজারে এগুলোর বিক্রির মাধ্যমে মহিলারা যেমন অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হবেন, তেমনই গ্রামীণ মহিলাদের আত্মনির্ভরতার পথও আরও মজবুত হবে। আনন্দধারা প্রকল্পের মূল লক্ষ্যই হল গ্রামের মহিলাদের হাতে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এনে দেওয়া। পরাণপুরের এই ফুড প্রজেক্ট সেই লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। উপস্থিত অতিথিরা মহিলাদের এই উদ্যোগকে অভিনন্দন জানিয়ে জানান-এই প্রকল্প মহিলাদের স্বপ্ন পূরণের এক অনন্য পথ।

ফুড প্রজেক্টের উদ্বোধনে বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়।

স্বীকৃতি মুখ্যমন্ত্রীকে ডি'লিট

(প্রথম পাতার পর) ওখানকার মানুষের শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও কর্মসংস্কৃতি থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। তিনি জাপানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, এই সৌজন্যকে সম্মান জানানো আমার কর্তব্য ছিল। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। গত ফেব্রুয়ারিতে ওকায়ামা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা বিজিবিএস সম্মেলনে অংশ নিতে কলকাতায় এসেছিলেন। পরে তাঁকে জাপানে আমন্ত্রণ জানানো হয়। মুখ্যমন্ত্রী না যেতে পারলে, তাঁরা বাংলায় এসে সম্মান প্রদান করবেন বলে জানান। সম্মান প্রদানের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী ও জাপানি প্রতিনিধিদের মধ্যে ভবিষ্যৎ শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিনিময়, যৌথ গবেষণা এবং বিনিয়োগ প্রসারের সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বয়লারে বিস্ফোরণ গুজরাতের ওষুধ কারখানায়। অগ্নিদগ্ধ হয় মৃত্যু হল দুই শ্রমিকের। বুধবার ভোরে ভারুচ জেলায় শিল্পতালুকে একটি ওষুধ কারখানায় ঘটনাটি ঘটে। ভেঙে পড়ে কারখানার একাংশ

কেন্দ্রের অদ্ভুত পলায়নপর্ব

সংসদীয় কমিটিতে দিল্লি বিস্ফোরণ নিয়ে আলোচনাই করতে দিল না বিজেপি!

নয়াদিল্লি: সংসদীয় কমিটির বৈঠকে দিল্লির ভয়াবহ বিস্ফোরণের প্রসঙ্গ তুলতেই দিল না মোদি সরকার। গোয়েন্দা ব্যর্থতার কৈফিয়ত দেওয়া তো দূরের কথা, নিজেদের অপদার্থতা ঢাকতে এই নিয়ে আলোচনাই করতে দিল না বিজেপির কেন্দ্র। তুলতে দিল না কোনও প্রশ্নও। বিজেপির এই পলায়ন প্রবণতার বিরুদ্ধে বুধবার গর্জে উঠল তৃণমূল। তৃণমূলের দাবি, এই ভয়াবহ

ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের ব্যর্থতার জবাব দিতেই হবে কেন্দ্রকে। বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এনিয়ে রীতিমতো সোচ্চার হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার ডেপুটি লিডার কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এদিন বৈঠক শুরুর আগেই কমিটির চেয়ারম্যান বিজেপি সাংসদ রাধামোহন দাস আগরওয়ালের হাতে একটি চিঠি তুলে দিয়ে বৈঠকে দিল্লির বিস্ফোরণ এবং তার সঙ্গে জড়িত গোয়েন্দা ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনার দাবি জানান তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। সেই সময়ে তাঁকে সমর্থন জানান অন্যান্য বিরোধী সাংসদরা। এর পরেও সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান, বিজেপি সাংসদ এই দাবি মানেননি। পূর্ব নির্ধারিত ইস্যুতেই শুধু আলোচনা হবে জানিয়ে কোনওরকমে মুখ লুকোন তিনি। সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যানের এদিনের অবস্থানের তীব্র নিন্দা করে তৃণমূল।

উল্লেখ্য, দিল্লি বিস্ফোরণের দায় এড়াতে গিয়ে মুখ লুকোতে ব্যস্ত কেন্দ্রীয় সরকার। বিস্ফোরণের ৪৮ ঘণ্টা পরেও সোমবারের ঘটনাকে সন্ত্রাসবাদী হামলা বলে ঘোষণা করেনি মোদি সরকার। উল্টে বিস্ফোরণের ১২ ঘণ্টা পরেই দেশ ছেড়ে ভুটান সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সরকারের তরফে একইরকমভাবে জানানো হয়নি সোমবারের বিস্ফোরণের পরিপ্রেক্ষিতে কি পদক্ষেপ নেবে তারা? বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে গোয়েন্দা ব্যর্থতাই যে বড় কারণ সেকথাও স্বীকার করছে না সরকার।

সোমবার দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে হওয়া গাড়ি বিস্ফোরণের দায় এড়াতে পারে না মোদি সরকার, আগেই তোপ দেগেছে তৃণমূল। এই বিস্ফোরণ বা নাশকতার ক্ষেত্রে আগাম কোনও ইনপুট কেন ছিল না কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের হাতে ? পহেলগাঁও ঘটনার প্রসঙ্গ এনে দিল্লি বিস্ফোরণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। কিন্তু নিরুত্তর মোদি সরকার।

দিল্লি বিস্ফোরণ : প্রশ্ন আমজনতার

নয়াদিল্লি: দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় মোদি সরকারের দিকে আঙুল তুলেছে দেশের সাধারণ মানুষ। তাঁদের মনে ভিড় করেছে অজস্র প্রশ্ন। কিন্তু উত্তর মেলেনি এখনও।

■ ধৃতদের সাথে পুলওয়ামা যোগ থাকলে এদের মূল পান্ডা কে? মাস্টারমাইন্ড কি এই মুহূর্তে ভারতেই? ■ পুলওয়ামা কী ভাবে 'এপিসেন্টার' হয়ে উঠল? ■ সোমবার বিকেল ৩.১৯ থেকে সন্ধে ৬.২৮ পর্যন্ত লালকেল্লার পার্কিংয়ে গাড়িটি থাকলে এই সময়ে উমর কোথায় ছিল?

■ বিস্ফোরণে ব্যবহৃত আই-২০ গাড়িটি একাধিকবার হাতবদল হলেও প্রথম মালিকের নাম পরিবর্তন হয়নি কেন? ■ নাশকতার লক্ষ্য বেশি সংখ্যক মানুষের মৃত্যু! তাহলে গৌরীশঙ্কর মন্দির চত্বর বা চাঁদনি চকের মতো এলাকা ছেড়ে মহম্মদ উমর সুভাষ মার্গ কেন? ■ বিস্ফোরণস্থল থেকে একে-৪৭ রাইফেলের একটি তাজা বুলেট উদ্ধার হলে বন্দুকটি কোথায়? ■ ধৃত ডাক্তারদের যোগ রয়েছে হরিয়ানার আল ফালহা মেডিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। আরও ক'জন চিকিৎসক জঙ্গি আল ফালহার নেটওয়ার্কে রয়েছে? তারা কোথায়? ■ ধৃত জঙ্গিদের মোবাইলে বেশ কয়েকটি নতুন অ্যাপ পাওয়া গিয়েছে সেগুলো কোনও রেডারেই ধরা পড়ল না কেন? ■ গুজরাত এটিএস-এর জালে যে ৩ জঙ্গি ধরা পড়েছে, তাদের সঙ্গে দিল্লি বিস্ফোরণের যোগসূত্র আছে? ■ ধৃত চিকিৎসক শাহিন শাহিদ জৈশের মহিলা উইংয়ের রিক্রুটার। তার জাল আর কোন রাজ্যে বিস্তৃত? ■ কীভাবে পহেলগাঁও এবং 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পরেও এই জাল বিস্তার করল জঙ্গিরা?

মধ্যপ্রদেশে তহসিলদারের পা জড়িয়ে ধরে কান্না মা-মেয়ের

আদিবাসীদের ভিটেমাটি কেড়ে নিচ্ছে বিজেপির মদতপুষ্ট জমি মাফিয়ারা

ভোপাল: জমি মাফিয়াদের দাপটে আদিবাসীরা ভিটেমাটি হারাচ্ছেন বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশে। জোর করে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে দরিদ্র আদিবাসীদের জমি। এমনকী ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তাঁদের বসবাসের মাটির কুঁড়েঘরও। প্রশাসনের কাছে বারবার অভিযোগ জানিয়েও কোনও প্রতিকার পাচ্ছেন না অসহায় গ্রামবাসীরা। উল্টে তাঁদের উপরে বেড়ে চলেছে নির্যাতন। সম্প্রতি এমনই এক ঘটনার সাক্ষী হল মধ্যপ্রদেশের শিউপুর জেলা। প্রশাসনের কাছে জমি দখলের অভিযোগ করেও কোনও সুরাহা না পেয়ে কারাসাল তহসিল অফিসের সামনে তহসিলদারের পা জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন এক আদিবাসী মহিলা এবং তাঁর পুত্রবধূ। তহসিলদার রোশনি শেখের পা জড়িয়ে ধরে আদিবাসী মহিলা সাবিত্রী এবং তাঁর পুত্রবধূ আকুল হয়ে বললেন, ম্যাডাম, কিছু একটা করুন। তা না হলে আত্মহত্যা করতে হবে আমাদের। ২

আদিবাসী মহিলার অভিযোগ, গ্রামের প্রভাবশালী লোকেরা জোর করে তাঁদের পৈতৃক জমি কেড়ে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের মাথাগোঁজার শেষ সম্বল মাটির কুঁড়েঘরও ভেঙে দিয়েছে জমি মাফিয়ারা। প্রতিবাদ করতে গিয়ে রীতিমতো লাঞ্ছিত হতে হয়েছে তাঁদের। অনুনয় বিনয় করেও কোনও কাজ হয়নি। তাঁদের মাথা গোঁজার একমাত্র ঠাঁই ভেঙে দিয়ে সেখানে পাকাবাড়ি তৈরি করছে প্রভাবশালী দখলদাররা। সাবিত্রী ক্ষোভের সঙ্গে জানান, থানায় এবং তহসিল অফিসে অনেকবার অভিযোগ জানিয়েও থামানো যায়নি জমি মাফিয়াদের।

ক্রন্দনরত দুই অসহায় আদিবাসী মহিলার মুখে করুণ কাহিনি শুনে সিঁড়িতেই বসে পড়েন তহসিলদার রোশনি শেখ। তিনি আশ্বাস দেন, ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন তিনি। জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে দ্রুত পদক্ষেপ করার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দেন তিনি। তাঁদের জমি অবিলম্বে ফিরিয়ে দিতে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণেরও নির্দেশ দেন।

এদিকে, স্থানীয় সমাজকর্মীরা জানিয়েছেন, শুধু সাবিত্রীর পৈতৃক ভিটেমাটি কেড়ে নেয়নি মাফিয়ারা, কারহাল এলাকার আরও বহু আদিবাসীও মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে জমি হারাচ্ছেন। বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেও প্রতিকার পাননি অসহায় আদিবাসীরা। তাঁদের অভিযোগ, বিজেপি এবং গেরুয়া প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতেই মধ্যপ্রদেশে বাড়বাড়ন্ত জমি মাফিয়াদের। তারা কেড়ে নিচ্ছে আদিবাসীদের জায়গা-জমি।

বাংলার মানুষকে মোদি সরকারের নির্লজ্জ বঞ্চনা

দার্জিলিঙে দুর্যোগে ক্ষতি ২ হাজার কোটি একটা টাকাও দেয়নি অমানবিক কেন্দ্র

নয়াদিল্লি: নির্লজ্জ, অমানবিক মোদি সরকার। আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল বাংলার প্রতি কেন্দ্রের প্রতিহিংসা এবং বঞ্চনার ছবি। দার্জিলিঙে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াল না কেন্দ্র। প্রায় ২০০০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও একটা টাকাও দিল না কেন্দ্র। ৪ অক্টোবর থেকে ৫ অক্টোবর ভয়ঙ্কর দুর্যোগ আছড়ে পড়েছিল দার্জিলিঙে। পাহাড় তো বটেই, মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল পাহাড়ের পাদদেশ, সমতলও। সবমিলিয়ে ১১০টি ধসে তছনছ হয়ে যায় একের পর এক জনবসতি। প্রকাশিত তথ্য বলছে, ভয়ঙ্কর দুর্যোগে প্রাণ হারিয়েছিলেন ৩২ জন। জখম হয়েছিলেন ৪০ জন। বিভিন্ন জায়গায় আটকে পড়েন হাজার হাজার মানুষ। গৃহহারাও হন অনেকে। ধ্বংস হয় সরকারি এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রায় ২০০০ কোটি টাকার সম্পত্তি। কিন্তু পাহাড়ের দুর্গত মানুষের দিকে ফিরেও তাকাল না বিজেপি। এই হল গেরুয়া শিবিরের আসল রূপ। মোদি সরকারের এই নির্লজ্জ ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই সরব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়েও দুর্গত অসহায় মানুষের প্রতি কতটা নির্মম, অমানবিক মোদি সরকার। দুর্গতদের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার ছবি তুলে ধরে জননেত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, দার্জিলিঙের ভয়ঙ্কর দুর্যোগে একটা টাকাও সাহায্য করেনি কেন্দ্র। মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করেছে রাজ্য। মোদি সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, রাজ্যের জিএসটিও ফেরত দিচ্ছে না ওরা। দুর্যোগের সময় সাহায্যও করছে না।

গায়ের জোরে জেপিসি গঠন

নয়াদিল্লি: জেপিসির নামে প্রহসন কেন্দ্রের। গায়ের জোরে জেপিসি গঠন করল মোদি সরকার। তিরিশ দিন জেলে থাকলেই প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীদের অপসারণ সংক্রান্ত বিল পর্যালোচনার জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠন বুধবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয় সচিবালয়ে স্তরে। এই কমিটিতে বিরোধীদের তরফে এনসিপির সুপ্রিয়া সুলে একমাত্র সদস্য। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে তিনটি নতুন বিল তৃণমূল-সহ কংগ্রেস সপার মতো দলগুলো জেপিসির বয়কটের কথা আগেই ঘোষণা করেছে। শরদ পাওয়ারের এনসিপি প্রথমে জেপিসির বিরোধিতা করলেও এখন তাঁর যুক্তি, শাসকপক্ষের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেই তাঁর থাকা প্রয়োজন কমিটিতে।

পথকুকুরদের তাণ্ডব চিড়িয়াখানায় বেঘোরে মৃত্যু অন্তত ১০ হরিণের

ত্রিশুর: পথকুকুরদের হামলায় অকালমৃত্যু অন্তত ১০ হরিণের। কেরলে চিড়িয়াখানায় হরিণদের উপর ভয়াবহ হামলা চালাল একদল পথকুকুর। চিড়িয়াখানায় ঢুকে এভাবে বন্যপ্রাণীদের উপর তাণ্ডবের ঘটনা সাম্প্রতিক অতীতে সম্ভবত এই প্রথম। ত্রিশুরে নবনির্মিত পুথুর চিড়িয়াখানা উদ্বোধন হয়েছে একমাসও হয়নি। তার আগেই পথকুকুরের হামলায় মৃত্যু হল কমপক্ষে ১০টি হরিণের। এই খবরে দেশ জুড়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। হরিণগুলির উপর পথকুকুরদের হামলার খবরের পরই মঙ্গলবার বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ অরুণ

জাকারিয়ার নেতৃত্বে একটি দল চিরিয়াখানায় পৌঁছে গোটা এলাকা পরিদর্শন করেন। শুরু হয়েছে তদন্ত। মৃত হরিণগুলির দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট পাওয়ার পরই হরিণগুলির মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। ৩৩৬ একর জমি জুড়ে বিস্তৃত এই চিড়িয়াখানা এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম। 'ডিজাইনার চিড়িয়াখানা' হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে পুথুর চিড়িয়াখানার। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট, স্কুল, রেলস্টেশন, হাসপাতাল চত্বর থেকে পথকুকুর সরানোর নির্দেশ দিয়েছে। তার মধ্যেই এমন মর্মান্তিক ঘটনা।

বোমা-হুমকি ইন্ডিগো উড়ানে

নয়াদিল্লি: দিল্লি বিস্ফোরণের পরে ৪৮ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই এবার বিমানে বোমা হামলার হুমকি। বুধবার বিকেলে গুরগাঁওয়ে ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের অফিসে ই-মেল করে হুমকি দেয় কে বা কারা। সঙ্গে সঙ্গে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয় দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, তিরুবন্তপুরম ও হায়দরাবাদ এয়ারপোর্টে। বাড়ানো হয় বিমানবন্দরের নিরাপত্তা।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইসলামাবাদ বিস্ফোরণকাণ্ডের দায় স্বীকার করল বিদ্রোহী গোষ্ঠী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)। আনুষ্ঠানিক এক বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, ইসলামাবাদের বিচার বিভাগকে নিশানা করে পরিকল্পিত হামলা চালিয়েছে তাদের যোদ্ধারা

জইশের ষড়যন্ত্রে একঝাঁক ডাক্তারের জঙ্গিযোগ

মডিউলের উৎস টেলিগ্রাম গ্রুপ, নজরে সদস্যদের তুরস্ক সফর

নয়াদিল্লি: লালকেল্লার গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনায় ১৩ জনের মৃত্যু এবং ২০ জনের বেশি আহত হওয়ার পর তদন্তকারীরা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে থাকা ডাক্তারদের মডিউলের উৎসের সন্ধান পেয়েছেন। জানা যাচ্ছে, দুটি টেলিগ্রাম গ্রুপ এই সদস্যদের মৌলবাদীকরণে মূল ভূমিকা পালন করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এর একটি হল ফারজান্দান-এ-দারুল উলুম (দেওবন্দ) এবং অন্যটি পাকিস্তানের জইশ-ই-মহম্মদ অপারেটিভ উমর বিন খাত্তাবের দ্বারা পরিচালিত গ্রুপ। সূত্রের খবর অনুযায়ী, তদন্তের কেন্দ্রে থাকা ডাক্তার উমর নবি এবং সোপিয়ানের ইমাম ইরফান আহমেদ ওয়াগে এই গ্রুপগুলির একটির মাধ্যমে তাদের যোগাযোগ শুরু করেছিলেন। প্রাথমিক কথোপকথনগুলিতে 'কাশ্মীরের আজাদি' এবং 'কাশ্মীরিদের উপর দমন'-এর মতো বিষয় থাকলেও পরে তা বিশ্বব্যাপী জিহাদ এবং প্রতিশোধের বৃহত্তর ধারণা নিয়ে মগজধোলাইয়ের চেহারা নেয়। তদন্তকারীদের ধারণা, এই গ্রুপের হ্যান্ডলাররা বিদেশ সফরের সময় কিছু সদস্যের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তুরস্ক সফরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ হিসাবে দেখা হচ্ছে, যখন সন্ত্রাসবাদী মডিউলটি নির্দিষ্ট আকার নিতে শুরু করে। সূত্রের খবর, তুরস্ক থেকে ফিরে আসার পরেই গ্রুপটি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে তাদের কার্যক্রম প্রসারিত করে। এতে শামিল হন একঝাঁক ডাক্তার। মানুষের প্রাণ বাঁচানো যাদের কাজ, তারা হত্যালীলা ও নাশকতার পরিকল্পনা করেন! মুজাম্মিল ফরিদাবাদের আল ফালাহ মেডিক্যাল কলেজে যোগদান করেন, অন্যদিকে ডাক্তার আদিল সাহারানপুরে পোস্টিং পান। রিপোর্ট অনুযায়ী, অন্য সদস্যদের নিয়োগ এবং সরঞ্জাম সরবরাহের (লজিস্টিকস) দায়িত্ব পালনের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে পাঠানো হয়। সংস্থাগুলি এখন সেই সমস্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করছে যারা এই মডিউল সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, ডাক্তার উমর, ডাক্তার মুজাম্মিল এবং ডাক্তার শাহিন-সহ ছয় ডাক্তার প্রায় দশ সদস্যের সন্ত্রাসবাদী লজিস্টিকস নেটওয়ার্কের অংশ ছিলেন। এই জঙ্গি-ডাক্তাররা নিজেদের পেশাগত সুযোগের অপব্যবহার করে উপকরণ সংগ্রহ, বিস্ফোরক তৈরি এবং নেটওয়ার্কের জন্য অপারেশনগুলি সমন্বয় করতেন বলে অভিযোগ। এদিকে, লালকেল্লা বিস্ফোরণের সঙ্গে সম্পর্কিত যোগাযোগ ট্র্যাক করার জন্য একটি প্রযুক্তিগত তদন্তও চলছে। ঘটনার দিন বিকেল ৩টা থেকে ৬টা ৩০ মিনিটের মধ্যে ডাক্তার উমর কার বিস্ফোরণে জড়িত গাড়িটি চালানোর আগে কার কার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, তা জানতে কর্তৃপক্ষ লালকেল্লা এলাকা থেকে মোবাইল টাওয়ারের ডেটা বিশ্লেষণ করছে। পাশাপাশি জম্মু-কাশ্মীরে বড় ধরনের জঙ্গি সহায়তা নেটওয়ার্ক গুঁড়িয়ে দেওয়ার চলতি অভিযান আরও তীব্র করা হয়েছে। বুধবার জম্মু-কাশ্মীরের চারটি পুলিশ জেলায় ব্যাপক তল্লাশি চালানো হয়, যার মূল লক্ষ্য ছিল ২০১৯ সাল থেকে নিষিদ্ধ থাকা জামায়াত-এ-ইসলামি (জেইআই)-এর সদস্যরা। কেবল কুলগামেই বুধবার ২০০-রও বেশি স্থানে তল্লাশি চালানো হয়, এবং গত চার দিনে এই দক্ষিণ কাশ্মীর জেলায় ৪০০টি তল্লাশি ও ঘেরাও অভিযান সম্পন্ন হয়েছে। কুলগামের একাধিক নিষিদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ৫০০ জন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে এবং নিবারক আইনে তাদের অনেককে অনন্তনাগের ডিস্ট্রিক্ট জেল মাত্তানে পাঠানো হয়েছে। এদিকে, সোপোরেও বুধবার ভোরে ৩০টিরও বেশি জায়গায় বিচ্ছিন্নতাবাদী ইকোসিস্টেমের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করে জেলাজুড়ে সন্ত্রাস-বিরোধী অভিযান চালানো হয়।

নাশকতার টার্গেট ছিল ২৬ জানুয়ারি?

দিল্লিকাণ্ডে জেরায় চাঞ্চল্যকর তথ্য

নয়াদিল্লি: ২৬ জানুয়ারিই ছিল হামলার প্ল্যান, এমনটাই উঠে এল ফরিদাবাদ মডিউলে ধৃতকে জেরা করে। ১০ নভেম্বর নয়, ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবসে জাতীয় রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রকে কাঁপিয়ে দেওয়ার ছক কষা হয়েছিল। প্ল্যানমাফিক চলেছিল লালকেল্লায় রেইকিও। দিল্লি ছাড়াও লখনউ ও আমেদাবাদে রেইকি চালায় এই মডিউলের জঙ্গিরা। বিজেপি শাসিত হরিয়ানার ফরিদাবাদের আল ফালাহ মেডিক্যাল কলেজ থেকে ধৃত চিকিৎসক মুজাম্মিলকে জেরা করেই উঠে এসেছে এমনই উদ্বেগজনক তথ্য।

প্রসঙ্গত, ফরিদাবাদে দুটি বাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন মুজাম্মিল। তার মধ্যে ধোজ এলাকার একটি বাড়িতে প্রায় ৩৬০ কেজি বিস্ফোরক রাখা হয়। ওই বাড়ির মালিককে ইতিমধ্যেই আটক করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, মুজাম্মিল ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত দু'মাসের জন্য একটি ঘর ভাড়া নেন। প্রতি মাসে ১ হাজার ২০০

টাকা হিসেবে ২ হাজার ৪০০ টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু যেদিন নিজের জিনিসপত্র রেখে গিয়েছিলেন তারপর আর মুজাম্মিল ওই ঘরে আসেননি। ভাড়ার সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার দিন দুয়েক আগে সেখানে পৌঁছয় পুলিশ। উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণে যুক্ত চিকিৎসক উমর মহম্মদের সঙ্গে মুজাম্মিলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। দুজনই কাশ্মীরের পুলওয়ামার বাসিন্দা। ফরিদাবাদে বিশাল পরিমাণে বিস্ফোরক উদ্ধারের খবর পেয়ে পালিয়ে যান উমর। তাঁর আশঙ্কা ছিল, যেকোনও সময়ে গ্রেফতার হতে পারেন। তাই তড়িঘড়ি বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি নিয়ে লালকেল্লার কাছে এসে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটান তিনি। মুজাম্মিলের ডেরা থেকে ২৯০০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট জাতীয় বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছিল। লালকেল্লার সামনেও অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ফুয়েল অয়েল ব্যবহৃত হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। ফলে ফরিদাবাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্পষ্ট হচ্ছে তদন্তকারীদের কাছে। প্রশ্ন উঠছে, এতদিন ধরে এই জঙ্গি নেটওয়ার্ক কাজ করলেও তা গোয়েন্দারা টের পাননি কেন? কেন্দ্রীয় সরকার যে কোনও ইস্যুতে জঙ্গি দমনের কৃতিত্ব দাবি করে, অথচ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে খোদ জাতীয় রাজধানীই বারুদের স্তূপের উপর রয়েছে!

২০০৯-এ ডিলিমিটেশন হলে কীভাবে ২০০২-এর তালিকায়

(প্রথম পাতার পর)

এই ফর্ম দেওয়া মানে তো প্রথমত, ভোটার হিসেবে বাতিল করে দেওয়া। আপনি প্রথমে আমাকে ভোটার হিসেবে বাতিল করছেন তারপর আবার নতুন করে নাম তুলতে হচ্ছে— এটা কী করে সম্ভব হয়! আইনি বা সংবিধানে এর কোনও ব্যাখ্যা আছে কি? কল্যাণ কড়া সমালোচনা করেছেন নির্বাচন কমিশনের নয়া সিদ্ধান্তকেও। আগে ঠিক ছিল, এলাকায় যে-বুথের ভোটার তিনি সেখানে বিএলএ ২ হবেন। কিন্তু নতুন সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে যে কোনও জায়গা থেকেই এসে যেখানে খুশি বিএলএ টু হওয়া যাবে। এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে কল্যাণ বলেন, গোটা বাংলা জুড়ে প্রতিটি বুথে প্রতিটি জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের এজেন্ট রয়েছে বিএলএ ওয়ান, টু রয়েছে। দু-এক জায়গায় সিপিএমের আছে। কিন্তু বিজেপির কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে অন্য জায়গা থেকে নিয়ে এসে এই ফাঁক ভরাট করতে চাইছে। শুধু তাই না, নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার তিন থেকে চার মিনিটের মাথায় রাজ্যের বিরোধী দলবদলু গদ্দার অধিকারী সেটি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানিয়ে দিচ্ছেন। তার মানে বিজেপিকে সুবিধা করে দিতেই বিজেপির কথায় নির্বাচন কমিশন চলছে এটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। আর শুভেন্দু যাচ্ছে তমলুক নন্দীগ্রাম-সহ বিভিন্ন এলাকার ভোটার তালিকা নিয়ে কমিশনে জমা দিতে! এর দায় এবং দায়িত্ব তো ওরই, এখন নাটক করে লাভ কী— স্পষ্ট কথা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

গণতন্ত্র ফিরে এলে তবেই বাংলাদেশে ফেরার কথা ভাববেন শেখ হাসিনা

নয়াদিল্লি: বাংলাদেশে ফেরার জন্য এবার শর্ত আরোপ করলেন বঙ্গবন্ধু-কন্যা। গণ-অভ্যুত্থানের জেরে গত বছর ৫ অগাস্ট বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন সে দেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এখন তিনি আছেন নয়াদিল্লির অজ্ঞাতবাসে। সেখান থেকে এক সাক্ষাৎকারে মুজিবকন্যা স্পষ্ট জানালেন, জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যাবে, বাংলাদেশে এমন গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই আমার দেশে ফেরার প্রাথমিক শর্ত। পাশাপাশি তাঁর আরও শর্ত, আওয়ামি লিগের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিশ্চিত করতে হবে অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসকে এক হাত নিয়ে হাসিনা সরাসরি অভিযোগ করেছেন, ইউনুস ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ককে পরিকল্পিত উদ্দেশ্যে তিক্ত করছেন। জনগণের ভোটে আদৌ নির্বাচিত হয়নি তাঁর সরকার। কিন্তু ইউনুস প্রশাসন ভারতের সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্কের অবলুপ্তি চাইছে। শক্তি জোগাচ্ছে সন্ত্রাসবাদী শক্তিকে।

সংবাদসংস্থাকে দেওয়া এক ইমেল ইন্টারভিউতে এভাবেই খোলাখুলিভাবে নিজের মত জানিয়েছেন হাসিনা। দুর্দিনে তাঁকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ার জন্য হাসিনা আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন ভারতকে। জানিয়েছেন কৃতজ্ঞতাও।

গুরুত্ব দিয়েছেন ভারত ও বাংলাদেশ দু'দেশের প্রসারিত এবং গভীর সম্পর্কের উপরে। লক্ষণীয়, বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ অচল করার ডাক দিয়েছে তাঁর দল আওয়ামি লিগ। ডাক দেওয়া হয়েছে লকডাউনের। এই উত্তাপের আবহে বৃহস্পতিবারই হাসিনার বিরুদ্ধে আনা প্রথম মামলার রায় দেওয়ার কথা বাংলাদেশের আদালতের।

নিয়োগে বিজেপি মন্ত্রীর দুর্নীতি

(প্রথম পাতার পর)

স্তূপ জমতে শুরু করে। গত ডিসেম্বর পর্যন্ত পুলিশ অন্তত ৩৩টি এফআইআর নথিভুক্ত করে এবং বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে। এই মামলায় গ্রেফতার হওয়া বর্তমানে জামিনে মুক্ত মূল অভিযুক্তদের একজন পূজা নায়েক সম্প্রতি জানান, গোয়ার বিজেপি মন্ত্রিসভার একজন মন্ত্রী, একজন ঊর্ধ্বতন আইএএস অফিসার এবং একটি সরকারি দফতরের একজন প্রকৌশলীর নির্দেশে বহু ভুক্তভোগীর কাছ থেকে তিনি টাকা সংগ্রহ করেছেন। মঙ্গলবার ক্রাইম ব্রাঞ্চ তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে পূজা নায়েককে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি কিছু নাম উল্লেখ করেছেন। সেই মোতাবেক আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে পুলিশ। বিরোধী দলগুলো অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছে। বিরোধী দলনেতা ইউরি আলেমাও বলেছেন, আমরা পুলিশকে বিশ্বাস করতে পারি না। কারণ এই কেলেঙ্কারিতে মন্ত্রী-আমলারা জড়িত। নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতেই বিচার বিভাগীয় তদন্ত দরকার। বিজেপি সরকার চাকরি বিক্রি করছে। যুবকদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে।

হুগলি জেলার চন্দননগরের নিউ দিঘা। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। সুন্দর পরিচ্ছন্ন একটি পর্যটনকেন্দ্র। শীতের মরশুমে পিকনিক করা যায়। একদিন দলবেঁধে ক'জনে মিলে ঘুরতে আসতে পারেন

ঘুরে আসুন পানবু

কালিম্পংয়ের ছোট্ট গ্রাম পানবু। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। সবুজ গাছগাছালিতে ঘেরা। এই পাহাড়ি অঞ্চলে কান পাতলে শোনা যায় নৈঃশব্দ্যের ভাষা। আশেপাশে আছে বেশকিছু বেড়ানোর জায়গা। সপরিবার ঘুরে আসতে পারেন। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘা

শীত পড়তে এখনও বেশ কিছুদিন বাকি। মন পাহাড়ে যেতে চাইলে নিশ্চিন্তে ঘুরে আসতে পারেন। এই সময় উত্তরের পাহাড়ি অঞ্চল সেজে উঠেছে দারুণভাবে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে, মন জুড়িয়ে যাবে। কোথায় যাওয়া যায় ভাবছেন? ঘুরে আসুন পানবু। এ যেন লুকিয়ে থাকা এক প্রকৃতির স্বর্গ। কালিম্পংয়ের এই জায়গাটার অবস্থান হিমালয়ের কোলে। দার্জিলিংয়ের কাছেই। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ৫৫০০ ফুট। ছোট্ট বনভূমি, যেখানে মানববসতি শতাধিকেরও কম। ২০১১ সালের আদমশুমার অনুসারে, গ্রামের জনসংখ্যা ছিল ২০ জন। যার মধ্যে ১৩ জন পুরুষ এবং ৭ জন মহিলা। কালিম্পং শহর থেকে দূরত্ব ৫০ কিলোমিটার।

ছোট-বড় পাহাড় চূড়া। সবুজ গাছগাছালিতে ঘেরা। ভোরবেলায় পাখির কিচিরমিচির ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। গরম চায়ে চুমুক দিয়ে বেরিয়ে পড়া যায়। পায়ে হেঁটে ঘুরে আসা যায় কাছেপিঠে। তবে একা নয়, যেতে হবে দলবেঁধে। কোনওভাবেই নীরবতা ভঙ্গ করা যাবে না। জোরে জোরে মেতে ওঠা যাবে না খোশগল্পে। নির্জন নিরিবিলি পাহাড়ি পরিবেশ উপভোগ করতে হবে চুপচাপ। শান্তভাবে। জঙ্গলে চোখে পড়বে রকমারি ফুল। নানা রঙের। কিছু চেনা, কিছু অচেনা। বুনোফুলও মেলে ধরে সৌন্দর্য। পাহাড়ি অঞ্চলে রয়েছে বিভিন্ন বন্যপশু। দূরত্ব বজায় রাখতে হবে তাদের থেকে। নাহলে বিপদ।

পাহাড়ের অন্যান্য জায়গা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার যে রূপ দেখা যায়, তার তুলনায় পানবু থেকে আরও ভালভাবে দেখা যায়। পাওয়া যায় ৩৬০ ডিগ্রি ভিউ। উপরে যেমন কাঞ্চনজঙ্ঘা, নিচে তেমন তিস্তা। দার্জিলিং অথবা গ্যাংটক থেকে ফেরার পথে ঘুরে আসা যায়। তিস্তা নদীর যে ভিউ এখান থেকে দেখা যায়, সেটাও আর অন্য কোনও জায়গা থেকে দেখা যায় না। এই নদীর অনন্য সুন্দর রূপের সাক্ষী থাকতেই পর্যটকেরা ভিড় জমান। এখানে একই ফ্রেমে ধরা পড়ে

সবুজ পাহাড় ডাকে

সেভকের রেল ব্রিজ আর ঐতিহ্যশালী করোনেশন ব্রিজ।

পানবুর ভিউ পয়েন্টকে মিস করতে চান না কোনও পর্যটক। এখানে পাওয়া যায় স্বর্গের মাঝখানে দাঁড়ানোর অনুভূতি। মেঘের ভেসে বেড়ানো দেখে উন্মনা হয় মন। জন্ম নিতে পারে ছন্দ। কথা হতে পারে কবিতায়।

এখানকার রাস্তাঘাট বেশ ভাল। যদিও আগে যথেষ্ট সমস্যা ছিল। গত তেরো-চোদ্দ বছরে লেগেছে সরকারি উন্নয়নের ছোঁয়া। মসৃণ রাস্তা দিয়ে সাঁই-সাঁই ছুটে যায় গাড়ি। সোজা হোমস্টের দোরগোড়া পর্যন্ত। এখানে ক্যাম্পিংয়ের সুবিধাও রয়েছে। নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গায়। সেইসঙ্গে আছে ট্রেকিংয়ের সুবিধা। এই ক্ষেত্রেও একা নয়, যেতে হবে দলবেঁধে।

দিনের বেলায় রোদের নরম আদর শরীরে এসে লাগে। রাতের বেলা হাসি ছড়ায় লাজুক চাঁদ। অসংখ্য তারা ফুটে ওঠে। যেন কিছু বলতে চায়। বনে বনে জেগে ওঠে জোনাকির দল। নিচে চোখে পড়ে আলো ঝলমলে শিলিগুড়ি শহর।

পানবুর আশেপাশে আছে বেশকিছু বেড়ানোর জায়গা। তার মধ্যে অন্যতম চারখোল। অফবিট ডেস্টিনেশন। প্রায় ৩৫০০ ফুট উচ্চতায় পাইন, সাইপ্রাস, ওক, শাক, গুরাস আর বরফঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা দৃশ্য নিয়ে নিশ্চুপে অবস্থান করছে।

ঘুরে আসা যায় কাফের গাঁও। পানবু থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি সুন্দর গ্রাম। ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত একটি জায়গা।

পানবু থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত লোলেগাঁও। এটা একটা মনোরম পাহাড়ি গ্রাম, যা ক্যানোপি ওয়াকের জন্য বিখ্যাত।

কালিম্পং জেলার একটি পাহাড়ি শহর লাভা। পানবু থেকে মাত্র ২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখান থেকে ঘুরে আসা যায় ন্যাওড়াভ্যালি। দেখা যায় ছাঙ্গি জলপ্রপাত।

সিলেরি গাঁও এখান থেকে খুব দূরে নয়। ছবির মতো সুন্দর একটা জায়গা। জঙ্গলে ঘেরা এই জায়গা থেকে দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘা।

সামথারা জায়গাটাও পানবুর খুব কাছেই। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপরূপ। দূর করে দেবে মন ও শরীরের ক্লান্তি। এখান থেকেও দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ। আছে হোমস্টে। চাইলে থাকাও যায়।

পানবুর কাছেই রয়েছে ইয়ামাখুম। এখান থেকেও মুখোমুখি হওয়া যায় কাঞ্চনজঙ্ঘার। শহরের কোলাহলে থেকে দূরে নৈঃশব্দ্যের জগতে যে কেউ মুগ্ধ হতে বাধ্য। এ-ছাড়াও ঘুরে দেখা যায় সিঞ্জিদারা, ঝান্ডিদারা, ডেলো, দুরপিন।

চাইলে আশেপাশের যে কোনও পর্যটনকেন্দ্রে দিনকয়েক থাকার পর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর পানবু গ্রামে এসে কাটানো যায় দুটো দিন। দার্জিলিংয়ের ভিড়ভাট্টা এড়াতে বহু পর্যটক এখন বেছে নিচ্ছেন এই জায়গাটা। ছোট্ট পরামর্শ দিয়ে রাখি, পানবুর স্থানীয় খাবারের স্বাদ এককথায় অসাধারণ। অবশ্যই ট্রাই করতে হবে। গ্রামের মানুষজন অতি মাত্রায় সহজ সরল। অতিথিপরায়ণ। সবসময় ঠোঁটের কোনায় লেগে থাকে হাসি। তাদের মন প্রকৃতির মতোই সুন্দর। কী ভাবছেন, যাবেন? সপরিবারে? নিশ্চিন্তে ঘুরে আসুন। পানবু ভ্রমণ মনের মধ্যে অদ্ভুত আনন্দের জন্ম দেবে।

কীভাবে যাবেন?

পানবু যাওয়া যায় শিলিগুড়ি থেকে। পথে রেলিখোলাটা দেখে নেওয়া যায়। কালীঝোরা হয়ে পানবু যেতে গেলে দূরত্ব কিছুটা কমবে। তবে কালীঝোরা হয়ে গেলে রাস্তা বেশ খাড়াই। এখানকার প্রাকৃতিক রূপও অসাধারণ।

কোথায় থাকবেন?

পানবুতে থাকা-খাওয়ার যথেষ্ট ভাল ব্যবস্থা রয়েছে। অনেকগুলো হোমস্টে ও রিসর্ট আছে। মাথাপিছু ১০০০-২০০০ টাকার মধ্যে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কাছেপিঠে বেড়ানোর জন্য গাড়ি নিতে পারেন। হোমস্টে এবং রিসর্টের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। ঠিক ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

ভিউ পয়েন্ট

১৪
১৩ নভেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

মাঠে ময়দানে

13 November, 2025 • Thursday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ব্রাজিলীয় বিশ্বকাপার অস্কার, ছাড়তে পারেন ফুটবল

এগোলেন লক্ষ্য

কুমামোতো : জাপান ওপেন সুপার ৫০০ ব্যাডমিন্টন মাস্টার্সে জয় দিয়ে শুরু লক্ষ্য সেনের। বুধবার ছেলেদের সিঙ্গলসের প্রথম রাউন্ডে লক্ষ্য হারিয়েছেন জাপানি শাটলার কোকি ওয়াতানাবেকে মাত্র ৩৯ মিনিটে ২১-১২, ২১-১৬ সরাসরি গেমে হারিয়েছেন লক্ষ্য। জয় পেয়েছেন এইচ এস প্রণয়ও। তিনি ১৬-২১, ২১-১৩, ২৩-২১ গেমে হারিয়েছেন মালয়েশিয়ার জুন হাও লিয়ংকে। তবে এদিনই টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেলেন দুই ভারতীয় শাটলার কিরণ জর্জ এবং আয়ুষ শেঠি। মালয়েশিয়ার কোক জিং হংয়ের কাছে ২০-২২, ১০-২১ গেমে হেরে যান জর্জ। অন্যদিকে, চতুর্থ বাছাই জাপানি শাটলার কোদাই নারাওকার বিরুদ্ধে ১৬-২১, ১১-২১ গেমে হেরেছেন আয়ুষ।

লজ্জার নজির

রাওয়ালপিন্ডি : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচে ২৯ রান করে আউট হতেই লজ্জার নজির গড়ছেন বাবর আজম। ৮০০ দিন, ৮৩ ইনিংস পাক তারকার ব্যাটে কোনও সেঞ্চুরি নেই! বাবরের ব্যাট থেকে শেষ আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরি এসেছিল ২০২৩ এশিয়া কাপে নেপালের বিরুদ্ধে। প্রসঙ্গত, বিরাট কোহলিও একটা সময় টানা ৮৩ ইনিংসে কোনও সেঞ্চুরি করতে পারেননি। তবে ৮৪তম ইনিংসেই বিরাট সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন। এশীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে সেঞ্চুরি-খরার নজির রয়েছে শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন অধিনায়ক সনৎ জয়সূর্যের। তিনি টানা ৮৭ ইনিংসে কোনও সেঞ্চুরির মুখ দেখেননি। আরও পাঁচটি ইনিংসে সেঞ্চুরি না পেলেই, জয়সূর্যর রেকর্ড ভেঙে দেবেন বাবর।

মাহমুদুল ১৬৯

সিলেট : আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিলট টেস্টে চালকের আসনে বাংলাদেশ। আইরিশদের প্রথম ইনিংস ২৮৬ রানে গুটিয়ে দেওয়ার পর, দ্বিতীয় দিনের শেষে বাংলাদেশের রান ১ উইকেটে ৩৩৮। হাতে ৯ উইকেট অটুট রেখে ইতিমধ্যেই ৫২ রানের লিড নিয়েছে বাংলাদেশ। প্রথম উইকেটে ১৬৮ রান যোগ করেছিলেন দুই ওপেনার সাদমান ইসলাম ও মাহমুদুল হাসান। সাদমান ৮০ রান করে আউট হলেও, সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন মাহমুদুল। দিনের শেষে তিনি ১৬৯ রানে অপরাজিত। তাঁর সঙ্গে ৮০ রানে ব্যাট করছেন মোমিনুল হক। অসমাপ্ত দ্বিতীয় উইকেটে দু'জনে যোগ করেছেন ১৭০ রান।

আমি বোঝা হতে চাই না : মেসি

মাদ্রিদ, ১২ নভেম্বর : সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলতে চান। এবার লিওনেল মেসির বার্তা, বিশ্বকাপে দলের বোঝা হতে চাই না। যদি মনে হয় দলকে সাহায্য করতে পারব, তাহলেই বিশ্বকাপে খেলব।

শুক্রবার লুয়ান্দায় অ্যাঙ্গোলার বিরুদ্ধে ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। কোচ লিওনেল স্কালোনি ফুটবলারদের নিয়ে ঘাঁটি গেড়েছেন স্পেনের আলগোরফা শহরে। জাতীয় শিবিরে যোগ দিয়েছেন মেসিও। স্প্যানিশ মিডিয়া স্পোর্ত-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ৩৮ বছরের আর্জেন্টাইন তারকা বলেছেন, আমি দলের বোঝা হতে চাই না। দলকে সাহায্য করতে পারব, অবদান রাখতে পারব, এটা নিশ্চিত করার জন্য শারীরিক সক্ষমতার তুঙ্গে থাকতে হবে। ইউরোপের তুলনায় আমাদের (মেজর লিগ সকার) মরশুম আলাদা। বিশ্বকাপের আগে ক্লাবের হয়ে বেশ কিছু ম্যাচ খেলার সুযোগ পাব। দেখা যাক কী হয়।

মেসি আরও যোগ করেছেন, শেষ বিশ্বকাপ আমরাই জিতেছিলাম। ওই অনুভূতি অবিশ্বাস্য। আজীবন হৃদয়ে থাকবে। আরও একবার সেই অনুভূতির স্বাদ পেলে অসাধারণ ব্যাপার হবে। বিশ্বকাপ সব সময়ই আমার কাছে সেরা মঞ্চ। বিশ্বের সবথেকে বড় প্রতিযোগিতা। আমি অবশ্যই সেখানে নিজেকে আরও একবার দেখতে চাই। তবে তার জন্য তাড়াহুড়ো করছি না। ধাপে ধাপে এগোতে চাই। প্রসঙ্গত, চলতি বছরে অ্যাঙ্গোলা ম্যাচই আর্জেন্টিনার শেষ ম্যাচ। এর পরের ম্যাচ আগামী বছরের মার্চে। ফিনালিসিমায় স্পেনের মুখোমুখি হবেন মেসিরা।

প্র্যাকটিসের ফাঁকে বিশ্রাম মেসির।

গোপনে অস্ত্রোপচার

কোচের তোপের মুখে ইয়ামাল

মাদ্রিদ, ১২ নভেম্বর : লামিনে ইয়ামালের উপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ স্পেন জাতীয় দলের কোচ লুই দেলা ফুয়েন্তে। সামনেই বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ (জর্জিয়া ও তুরস্ক) রয়েছে স্পেনের। তার আগে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন ও কোচকে না জানিয়ে অস্ত্রোপচার করিয়েছেন ইয়ামাল। জাতীয় শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন বার্সেলোনা তারকা। কিন্তু ফেডারেশন হঠাৎ করেই একটি মেডিক্যাল রিপোর্ট পায়, যাতে লেখা রয়েছে ইয়ামালের কুঁচকিতে অস্ত্রোপচার হয়েছে। অন্তত ৭-১০ দিন বিশ্রাম নিতে হবে। ফলে তাঁকে শিবির থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। গোটা ঘটনায় ক্ষুব্ধ ফুয়েন্তের বক্তব্য, আমি তো গোটা ঘটনায় অবাক। এভাবে গোপনে একজন ফুটবলার অস্ত্রোপচার করিয়ে নিল! ফেডারেশন বা জাতীয় দলের কোচকে কিছুই জানল না! আমি জানি না, ওর সঙ্গে দেখা হলে কী বলব।

এটাই শেষ বিশ্বকাপ, ঘোষণা রোনাল্ডোর

লিসবন, ১২ নভেম্বর : ২০২৬ বিশ্বকাপই তাঁর কেরিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ। জানিয়ে দিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে বৃহস্পতিবার রাতে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলবে পর্তুগাল। ৪ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ এফ-এর শীর্ষে রয়েছে পর্তুগাল। বৃহস্পতিবারের ম্যাচটা জিতলেই আগামী বছরের বিশ্বকাপের মূলপর্বের যোগ্যতা অর্জন করবেন পর্তুগিজরা।

রোনাল্ডো এই মুহূর্তে রয়েছেন জাতীয় শিবিরে। দেশের জার্সিতে ইতিমধ্যেই ১৪৩ গোল করা হয়ে গিয়েছে তাঁর। যা আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবথেকে বেশি ব্যক্তিগত গোলের রেকর্ড। এছাড়া রোনাল্ডোর কেরিয়ারের গোলসংখ্যা এই মুহূর্তে ৯৫৩। এক হাজার গোলের লক্ষ্যপূরণে চাই আর মাত্র ৪৭ গোল।

বর্ণময় কেরিয়ারে দেশের হয়ে একবার ইউরো কাপ ও দু'বার উয়েফা নেশনস কাপ জিতেছেন রোনাল্ডো। তবে বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন অধরাই রয়ে গিয়েছে। পর্তুগিজ সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রোনাল্ডো বলেছেন, আগামী বছরের বিশ্বকাপের সময় আমার বয়স হবে ৪১। হ্যাঁ এটাই আমার শেষ বিশ্বকাপ হতে চলেছে। তাই আমার কাছে এবারের বিশ্বকাপ ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

সিআর সেভেন অবশ্য আরও জানিয়েছেন, তিনি আরও ১-২ বছর খেলা চালিয়ে যেতে চান। এই প্রসঙ্গে রোনাল্ডোর বক্তব্য, সত্যি কথা বলতে কী, অবসরের সময়ও এগিয়ে আসছে। খুব তাড়াতাড়ি সেটাও হবে। হয়তো আরও এক-দু'বছর ফুটবল খেলব। তার পর বুট জোড়া তুলে রাখব। তবে এই মুহূর্তে আমার পুরো ফোকাস শুধুই আয়ারল্যান্ড ম্যাচে। এই ম্যাচটা জিতে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করাই আপাতত লক্ষ্য।

বিজয় হাজারে ট্রফিতে রোহিত, জল্পনা বিরাটে

মুম্বই, ১২ নভেম্বর : বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার পাখির চোখ ২০২৭ একদিনের বিশ্বকাপ। টেস্ট এবং টি-২০ থেকে অবসরের পর দু'জনে এখন শুধু দেশের হয়ে পঞ্চাশ ওভারের ফরম্যাটেই খেলেন। এদিকে, ভারতীয় বোর্ড আবার দুই তারকাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, জাতীয় দলে খেলার জন্য ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতেই হবে।

এই পরিস্থিতিতে, রোহিত ইতিমধ্যেই মুম্বই ক্রিকেট সংস্থাকে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলবেন। কিন্তু বিরাট কী করবেন, সেটা পরিষ্কার নয়। বছরের বেশিরভাগ সময়ই তিনি এখন সপরিবার লন্ডনে থাকেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ খেলে আর দেশে ফেরেননি বিরাট। উড়ে গিয়েছেন লন্ডনে। শুধু বিজয় হাজারে ট্রফি খেলার জন্য তিনি ভারতে আসবেন কি না, তা নিয়েই ধোঁয়াশা।

এই প্রসঙ্গে এক বিসিসিআই কর্তা জানিয়েছেন, বোর্ড এবং টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে রোহিত ও বিরাটকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার জন্য ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতেই হবে। যেহেতু দু'জনেই এখন শুধু পঞ্চাশ ওভারের ফরম্যাটে খেলেন, তাই ম্যাচ ফিট থাকতে ঘরোয়া ক্রিকেট ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প নেই।

প্রসঙ্গত, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে রোহিত এবং বিরাট দু'জনেই দলে থাকবেন, সেটা ধরেই নেওয়া যায়। বিজয় হাজারে ট্রফি শুরু হবে ২৪ ডিসেম্বর থেকে। এরপর রয়েছে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ। যা শুরু হবে ১১ জানুয়ারি। চলবে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। বোর্ড সূত্রের খবর, রোহিত ও বিরাট চাইলে ফিট থাকার জন্য ঘরোয়া ক্রিকেটের অন্য ফরম্যাটেও খেলতে পারেন।

আরসিবি'র ম্যাচ হতে পারে পুণেতে

মুম্বই, ১২ নভেম্বর : ১৭ বছর পর আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। টুর্নামেন্টের নিয়ম অনুযায়ী ২০২৬ আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচ এবং ফাইনাল হওয়ার কথা বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। কিন্তু গতবার ট্রফি জয়ের বিজয়োৎসবে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যুর ঘটনা বদলে দিয়েছে সব কিছু। চিন্নাস্বামী তথা বেঙ্গালুরু এখন কার্যত 'একঘরে'। আগামী বছর বদলে যেতে পারে বিরাট কোহলিদের ঘরের মাঠ। বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামীতে পরের বছর আর ম্যাচ নাও খেলতে পারে আরসিবি।

সূত্রের খবর, বেঙ্গালুরু থেকে বিরাটদের হোম ম্যাচ সরে যেতে পারে পুণের গাহুনজে স্টেডিয়ামে। মহারাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থার সচিব কমলেশ পিসাল এই সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেছেন। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেছেন, পুণেতে এমসিএ-র মাঠে আরসিবি-র ম্যাচ আয়োজনের ব্যাপারে আলোচনা চলছে। এখনও চূড়ান্ত কিছু হয়নি। কর্নাটকে ওদের একটা সমস্যা রয়েছে। ওখানে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটেছে। তাই ওরা চাইছে বেঙ্গালুরুর বাইরে অন্য কোনও মাঠে খেলতে। আমরা চাই, আরসিবি আমাদের এখানে খেলুক। প্রাথমিক কথাবার্তা হয়েছে। এখনও টেকিনিক্যাল কিছু বিষয় ঠিক করতে হবে। সব যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে আরসিবি-র হোম ম্যাচগুলো পুণেতেই হবে। পুণেতে আইপিএল ম্যাচ আগেও হয়েছে। অতীতে পুণে ওয়ারিয়র্স গাহুনজে স্টেডিয়ামেই তাদের হোম ম্যাচ খেলত। মাঝে চেন্নাইয়ে জল সমস্যার কারণে চেন্নাই সুপার কিংসও তাদের কিছু ম্যাচ পুণেতে খেলেছিল।

পদপিষ্টের জের

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

13 November, 2025 • Thursday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৩ নভেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

অ্যাসেজের জন্য ফিট জস হ্যাজলউড, ছিটকে গেলেন শন অ্যাবট

বুমরাকে শুরুতে সামলে দাও, মার্করামদের স্মিথ

নেটে মহড়া বুমরার। বুধবার ইডেনে।

মুম্বই, ১২ নভেম্বর : শুক্রবার ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হচ্ছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে দুই টেস্টের সিরিজের প্রথম ম্যাচ। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটারদের জন্য ঘূর্ণি উইকেটই সাজিয়ে রাখছে ভারত। ইডেনে টেস্টের প্রথম দিন থেকেই উইকেটে অল্প বল ঘোরার ইঙ্গিত দিয়েছেন কিউরেটর। মুম্বইয়ে একটি অনুষ্ঠানে এসে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অধিনায়ক গ্রেম স্মিথ জানিয়েছেন, দুটো দলই স্পিনার আসার আগে পেসারদের উইকেট দিতে চাইবে না।

টেম্বা বাভুমাদের জন্য স্মিথের পরামর্শ, শুরুতে বুমরার আগুনটা সামলে দিতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অধিনায়ক বললেন, বুমরাকে পাল্টা আক্রমণ করাটা গুরুত্বপূর্ণ। স্পিনার আসার আগে শুরুতে ওকে সামলে দিতে হবে এবং কাগিসো রাবাডার ক্ষেত্রে একই ব্যাপার হবে ভারতের জন্য। বুমরা এবং কাগিসো বিশ্বমানের বোলার এবং তাদের রেকর্ডও দুর্দান্ত। নতুন বলে কাগিসোর দিকে আমাদের নজর থাকবে। দুই স্পিনার কেশব মহারাজ এবং সিমন হার্মার ভারতকে সমস্যায় ফেলতে পারে।

বিপক্ষ দলের ড্রেসিংরুমে স্মিথের প্রাক্তন সতীর্থ মর্নি মর্কেল থাকবেন। স্মিথ হাসিমুখে বললেন, মর্নি এখন তো আমাদের শত্রু! তবে কলকাতায় প্রথম টেস্ট। ব্যাট করার জন্য খুব ভাল জায়গা। পিচে রান থাকে। দর্শক-ভর্তি ইডেন দক্ষিণ আফ্রিকানদেরও অনুপ্রাণিত করবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার আর এক প্রাক্তন অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসি বলেছেন, প্রথম টেস্টে ভাল করলে বাকি সিরিজে কাজটা সহজ হয়। আশা করি, ব্যাটিং ইউনিট হিসেবে ভাল করব আমরা।

সুপ্রিম কোর্টেই যাচ্ছে ফেডারেশন

অধিনায়কদের সঙ্গে নিষ্ফলা বৈঠক কর্তাদের

প্রতিবেদন : বুধবার গোটা দিন দিল্লির ফুটবল হাউস ব্যস্ততায় কাটল। একইসঙ্গে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন তাদের কাজকর্মের জন্য সমালোচনায় বিদ্ধ হল। সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাওয়ের সঙ্গে কথা বলে এআইএফএফ কর্তারা আইএসএলের বাণিজ্যিক স্বত্ব নিয়ে ডামাডোলে বিকল্প উপায় খুঁজতে ক্লাবগুলির অধিনায়ক এবং সিইওদের সঙ্গে বৈঠক ডেকেছিল বুধবার। একই সঙ্গে ফেডারেশনের কর্মসমিতির সদস্যদেরও পরামর্শ চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সিইওদের সঙ্গে বৈঠকের আগে অধিনায়কদের সঙ্গে আলোচনা করেন ফেডারেশন কর্তারা। সেই বৈঠক নিষ্ফলা। কোনও ইতিবাচক দিক বা সমাধানসূত্র মেলেনি। বিকল্প কোনও দিশা পাওয়া যায়নি। পরে ফেডারেশনকে এক সিনিয়র কর্তা ফোনে বলেন, সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনও রাস্তা নেই। ফলে বিড ইভ্যালুয়েশন কমিটির প্রধান প্রাক্তন বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও সর্বোচ্চ আদালতে ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্ট জমা দেবেন। এদিন আইএসএলের পাশাপাশি আই লিগের ক্লাবগুলির সিইওদেরও বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু মাত্র দু'ঘণ্টার নোটিশে বৈঠক ডাকায় আই লিগের ক্লাবগুলি বৈঠক বয়কট করে।

ম্যাথাউস পুরস্কৃত করবেন সায়নদের

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর : জার্মানির বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক লোথার ম্যাথাউসের হাত থেকে কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল দলের ফুটবলাররা বিজয়ীর পদক গ্রহণ করবেন। ২০২৪ ও ২০২৫ সালের লিগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। গতবারের ট্রফি দেওয়া হয়ে গেলেও চ্যাম্পিয়ন দলের ফুটবলারদের পদক দেওয়া হবে আগামী রবিবার ১৬ নভেম্বর আইএফএ-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে। টাউন হলে বিকেল চারটেয় অনুষ্ঠান। ২০২৪ সালের লিগ ও নাসারি-সহ বিভিন্ন বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতায় কৃতিদের পুরস্কৃত করবে আইএফএ। কিংবদন্তি ম্যাথাউস ছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন।

ভলিবল সচিবের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ

সাংবাদিক বৈঠকে বিদ্রোহী কর্তারা। বুধবার।

প্রতিবেদন : নজিরবিহীন কাণ্ড রাজ্য ভলিবলে। সচিব পল্টু রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন কর্তাদের একাংশ। অভিযোগ, মঙ্গলবার পল্টুবাবুর অনুগামীরা ভলিবল টেন্টে এসে প্লেয়ারদের সঙ্গে অসভ্যতা করেন। হুমকি দেন জাতীয় দলের প্লেয়ারদের। এই ঘটনায় সচিবের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগের পথে হাঁটছেন কর্ম সমিতির সদস্যদের একাংশ।

বিদ্রোহী গোষ্ঠীর কর্তা গোবিন্দ ভট্টাচার্য বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, গত ৭ সেপ্টেম্বর এজিএম হয়। আমরা দাবি তুলি, ১৯৫৬ সালের সংবিধান পরিবর্তন করতে হবে। সংস্থায় শেষ ভোট হয়েছিল ২০১২ সালে। ২০২০ সালের নির্বাচন হয় ২০২৩ সালে। কিন্তু সেটা হয় সিলেক্ট। ২০২৪ সালের কোনো ভোট হয়নি। ১৯৯১ সালে সচিব হন পল্টুদা। তারপর থেকে পদে আছেন। ২০১২ সালে ৫ কোটি টাকা ছিল আমাদের তহবিলে। সেটা কমে এখন দু'কোটিতে দাঁড়িয়েছে।

আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে গোবিন্দবাবু আরও বলেছেন, শেষ বছর রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয় সাব কমিটির নামে। দেড় লক্ষের মধ্যেই টুর্নামেন্টের আয়োজন হয়ে যায়। কিন্তু উনি নিজে করলে সেটা বেড়ে দাঁড়ায় ২.৮০ লক্ষ টাকায়। ভলিবল সচিবের পদ সম্মানিক। কিন্তু উনি ৩০ হাজার টাকা নেন প্রতি মাসে গাড়ির তেলের খরচ ও চালকের বেতন বাবদ। প্রত্যেক ক্লাবকে অনুদান দেন কিন্তু হিসেব নেওয়া হয় না। জাতীয় কোচ মহামায়া চৌধুরী বলেন, আমি ৩০ বছর ধরে ভলিবলের সঙ্গে যুক্ত। আমি এমন ঘটনা দেখিনি। পল্টুবাবু অনেক ছেলেকে এনে চিৎকার করে প্লেয়ারদের খারাপ ভাষায় কথা বলেন। হুমকি দেন। আমরা প্রতিবাদ করায় এখানে কাজ পাই না। সচিব বলে দিচ্ছেন, তাঁর কথাই শেষ কথা। বিদ্রোহী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের কাছে আবেদন করা হবে, এই সচিবকে বদল করার।

রিচাকে সংবর্ধনা দেবে মোহনবাগান

প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গল আগেই বিশ্বকাপজয়ী রিচা ঘোষকে সংবর্ধনা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল। মোহনবাগান ক্লাবও বঙ্গকন্যাকে সংবর্ধিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১৫ জানুয়ারি ক্লাবের ক্রিকেট দিবসে চুনী গোস্বামীর জন্মদিনে রিচাকে সংবর্ধনা দিতে চায় মোহনবাগান। ৬ ডিসেম্বর সাব-জুনিয়র ফুটবলে ভারতসেরা বাংলা দলকেও সংবর্ধনা দেবে মোহনবাগান। এদিকে, গত মরশুমের কোচ, ফুটবলারদের বকেয়া মিটিয়ে দিচ্ছে মহামেডান। ৯ জনের মধ্যে ৫ জনের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ায় ফিফার ট্রান্সফার নিষেধাজ্ঞা উঠে গিয়েছে। বাকি ৪ জনের বকেয়াও আগামী কয়েকদিনের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়া হবে। ফলে নতুন ফুটবলার সই বা রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা থাকবে না। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে মহামেডানের নতুন লগ্নিকারীও প্রায় চূড়ান্ত।

ঝুলনের হাতে

প্রতিবেদন : কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাব ও হাবুর খেলাঘরের যৌথ উদ্যোগে প্রতিভাবান মহিলা ক্রিকেটারদের কিট দেওয়া হল বুধবার। ছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামী, শান্তি মল্লিক, কেয়া সেনগুপ্ত-সহ অনেকেই। ছোটদের উৎসাহ দিয়ে ঝুলন বলেন তোমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে।

পন্থের সঙ্গে কোনও লড়াই নেই: জুরেল

গম্ভীরের সঙ্গে আড্ডা পন্থের।

প্রতিবেদন : ইডেন টেস্টে যে জোড়া উইকেটকিপার নিয়ে মাঠে নামতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। ঋষভ পন্থ এবং ধ্রুব জুরেল দু'জনেই যে খেলছেন, বুধবার তার আগাম ইঙ্গিত দিয়েছেন গৌতম গম্ভীরের সহকারী রায়ান টেন দুশখাতে। শেষ আটটি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে চার-চারটে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন জুরেল। এহেন পারফরম্যান্সের পর ইডেনের ২২ গজে তাঁকে দেখা না গেলে অবাক হতেই হবে।

দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের আগে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মুখ খুলেছেন জুরেল। তিনি বলেছেন, ঋষভ ভাইয়ের সঙ্গে আমার কোনও লড়াই নেই। আমরা দু'জনেই ভারতের হয়ে খেলি। যে-ই খেলি না কেন, একটাই লক্ষ্য থাকবে, দেশকে জেতানো। ও খেললে আমি খুশি। আবার আমি খেললেও খুশি হয়। আর দু'জনে যদি একসঙ্গে খেলি, তাহলে তো আরও ভাল।

আসন্ন টেস্ট সিরিজ নিয়ে জুরেলের বক্তব্য, খুব উত্তেজক একটা সিরিজ হতে চলেছে। দুটো দলেই বিশ্বমানের ফাস্ট বোলাররা রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাডা ও মার্কো জেনসেন থাকলে, আমাদেরও জসপ্রীত বুমরা রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট চ্যাম্পিয়ন। তাই আমাদের সামনে কঠিন পরীক্ষা অপেক্ষা করছে। সুযোগ পেলে আমিও নিজের সেরাটা দিতে তৈরি।

শামি আর ভারতের ভাবনায় নেই: নায়ার

মুম্বই, ১২ নভেম্বর : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজের জন্য ভারতীয় দলে রাখা হয়নি মহম্মদ শামিকে। রঞ্জি ট্রফির প্রথম দুই ম্যাচে মোট ১৫ উইকেট নেওয়ার পরও তিনি ব্রাত্য। জাতীয় নির্বাচকদের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও শামির দলে না থাকা নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন অভিষেক নায়ার। জাতীয় দলে গৌতম গম্ভীরের প্রাক্তন সহকারী জানিয়েছেন, ভারতীয় দল পরিচালন সমিতি এখন আর শামির কথা ভাবছে না। তাঁরা এখন ভবিষ্যতের দিকে তাকাচ্ছেন।

কয়েক মাস আগেও নায়ার ছিলেন জাতীয় দলের ড্রেসিংরুমে গম্ভীরদের সঙ্গে। গম্ভীরের কাজ করার ধরনও জানেন। তাই রঞ্জিতে ছন্দে থাকা সত্ত্বেও শামির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকাকে দল পরিচালন সমিতির পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবেই দেখছেন নায়ার। সম্প্রচারকারী চ্যানেলে কেকেআরের নতুন হেড কোচ বলেছেন, নির্বাচকদের কথাতেই পরিষ্কার ছবিটা সামনে এসেছে। ভারত এখন সামনের দিকে তাকাচ্ছে। শামিকে নিয়ে হয়তো আর আগ্রহী নয় দল পরিচালন সমিতি। ঠিক হোক বা ভুল, এটা নিয়ে আমরা কোনও সিদ্ধান্ত জানাতে পারি না।

আকাশ দীপের প্রসঙ্গ টেনে নায়ার বলেছেন, আকাশ ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রচুর ম্যাচ ইডেনে খেলেছে। ফলে এখানকার পরিবেশ সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন। যখনই সুযোগ পেয়েছে, নতুন বলে বিধ্বংসী দেখিয়েছে ওকে। সুযোগ কাজে লাগিয়েছে।

১৬
১৩ নভেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

মাঠে ময়দানে

13 November, 2025 • Thursday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাড়ছে টিকিট বিক্রি। ইডেন ভরবে, আশায় সিএবি

পিচ-নাটকের মধ্যেই টেস্টের মহড়া

অলোক সরকার

শেষবেলায় আলো কমে এল ঝুপ করে। ঘড়িতে তখন চারটে দশ। বিকেলের দিকে ইডেনে এটা হয়। তবে গম্ভীর-জমানায় সবকিছুতেই মানিয়ে নিতে হবে। ফলে ভারতীয় নেট চলল তারপরও!

কিন্তু কোচের ব্যস্ততার শেষ নেই। তিনি দিনভর নেটের পিছনে ছোটাছুটি করলেন। নাকি ভুল হল? এই তো আর একবার সেন্টার পিচের জটলায় অংশ নিলেন। এই নিয়ে সাত-আটবার হবে। এই প্রায়ান্ধকার পরিস্থিতিতে যেমন লম্বা সময় মিটিং সেরে এলেন বোর্ড কিউরেটদের সঙ্গে। প্রেসবক্সে বসে মনে হল তাঁর আপত্তি ক্লাব হাউস প্রান্তের গুডলেংথ স্পট নিয়ে। সেখানে রঞ্জির সময় থেকে একদলা সবুজ ঘাস আছে। যা রাবাডাদের জন্য সেজেগুজে বসে আছে।

পরিস্থিতি গুরুতর দেখে ইডেন কিউরেটর বড়বড় পা ফেলে গম্ভীরকে কিছু বোঝাতে গেলেন। তাতে চিঁড়ে ভিজল বলে মনে হল না। মনে হল কোচ তাঁর নিজের যুক্তি ও উপলব্ধিতে অনড়। অতএব, তিনি নিজের কাজে মন দিলেন। শুধু এবার পিচ পর্যবেক্ষণে পাঠিয়ে দিলেন ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাককে। কে জানে, পায়ের কাছে ঘাস থাকলে রাবাডা কতটা বিপজ্জনক হতে পারে সেটা হয়তো ব্যাটিং কোচ ভাল বুঝবেন!

ভারতীয় দল ইডেন ছেড়ে চলে যাওয়ার পর কর্তাদের অনেকেই জানার আগ্রহ দেখালেন যে গম্ভীরের আপত্তির কারণ কী ছিল। তিনি দোটানায় ভুগছেন? ধরা যাক ঘাস কোনও সমস্যা নয়। তাহলে কি বল ঘুরলে আপত্তি? নাকি বল জোরে এলে? এমনিতে বিদেশি দল ইডেনে নামলে তাদের ঘূর্ণী দিয়ে কাবু করাই দস্তুর। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা কোচ সুক্রি কনরাড নিজেদের স্পিনার ত্রয়ীকে নিয়ে এমন ‘দেখে নেব’ গোছের হুঙ্কার দিচ্ছেন যে কীসে শান্তি মিলবে কেউ জানে না! বল জোরে এলেও তো রাবাডা আছেন!

ভারতীয় দলের সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে অবশ্য দুটো দিন পিচের চরিত্র দেখে বলে দিলেন, দেখে তো মনে হচ্ছে ভাল টেস্ট উইকেট। শুরুতে পেসাররা সুবিধ পাবে। পরে বল ঘুরবে। তাঁর কথাতেই বোঝা গেল ভারত ওয়াশিংটন, জাদেজা আর অক্ষরকে একসঙ্গে খেলাবে। তিন স্পিনার অলরাউন্ডারের সঙ্গে বুমরা ও সিরাজ। কিন্তু পরে পিচ দেখে সিদ্ধান্ত বদলে যাবে না তো? কুলদীপের মতো স্পিনারকে বাইরে রাখার ঝুঁকি গম্ভীর নেবেন? তবে ব্যাটিংয়ের লেজ ভারী করতে গেলে এটাই একমাত্র পথ।

ভারতীয় নেটে এদিন ব্যাটিং অর্ডার অনুযায়ী ব্যাট করলেন যশস্বী, রাহুল, সাই সুদর্শন, শুভমন, পন্থ, জুরেলরা। পন্থকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেকগুলি নেটে স্পিন ও পেসের সামনে ব্যাট করানো হল। তিনি যথারীতি বিপজ্জনক শট মরলেন। এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে পুলও মারলেন দেদার। দেখে মনে হচ্ছিল তিনি চোট পেতে পারেন, কিন্তু অভ্যাস বদলাবেন না। বুমরা কখনও কম দৌড়ে, কখনও বেশি দৌড়ে অনেকক্ষণ বল করলেন। আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করা গেল। ব্যাটিং-বোলিংয়ের আগে অনেকক্ষণ ফিল্ডিং হল। এটা এশিয়া কাপ ও অস্ট্রেলিয়ায় খারাপ ফিল্ডিংয়ের জন্য। অনেকগুলি ক্যাচ পড়েছে গত কয়েকটি ম্যাচে।

ছ’বছর বাদে ইডেনে টেস্ট ম্যাচ হচ্ছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গোলাপি টেস্টের পর এই দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট। আফ্রিকানদের সঙ্গে ইডেনের একটা নাড়ির যোগ আছে। বর্ণ বৈষম্যের থেকে কেপলার ওয়েসেলস, অ্যালান ডোনাল্ডদের শাপমুক্তি ঘটেছিল এই ইডেনে। ডোনাল্ডকে বলা হত হোয়াইট লাইটনিং। পুরনো দিনের লোকেরা এখনও মসৃণ রান-আপের কথা মনে করতে পারছেন। রাবাডার অবশ্য ডোনাল্ডের গতি নেই। কিন্তু সকালের গঙ্গার হাওয়ায় তিনিও বিপজ্জনক চেহারা নিতে পারেন।

দিল্লির ঘটনার পর ইডেনে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার বলয় তৈরি হয়েছে। এতটাই যে ক্রিকেটাররা যতক্ষণ ইডেনে ছিলেন, অ্যাক্রিডেশন কার্ড গলায় ঝোলানো সত্ত্বেও সাংবাদিকদের প্রেস কনফারেন্স ছাড়া ক্লাব হাউসের অন্দরে যেতে দেওয়া হয়নি। গম্ভীররা বেরিয়ে যাওয়ার পর মিডিয়ার জন্য দ্বার উন্মুক্ত হল। শোনা যাচ্ছে ভারতীয় কোচও নাকি যাতায়াতের পথে মিডিয়ার থেকে দূরে থাকতে চেয়েছেন। কে জানে, হয়তো পিচ নিয়ে এত লেখালেখি পছন্দ হচ্ছে না বলে! অথচ কেকেআরের কোচ ও প্লেয়ার থাকার সময় এই ইডেন তাঁর ঘরবাড়ির মতো ছিল। মিডিয়ার সঙ্গেও সুসম্পর্ক ছিল।

দুপুরে টিম বাস যখন ক্লাব হাউসের গেটে দাঁড়াল, তখন পুরনো ছবি। প্লেয়াররা নামছেন আর তাঁদের জন্য চিৎকার। বেশি হইহই হল বুমরা ও পন্থের বেলায়। আকাশ দীপও অনেক হাততালি পেলেন। তবে আকাশের এই ম্যাচে খেলার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তাতে যাতে দমে না যান, গম্ভীরকে আলাদা করে আকাশের ক্লাস নিতে হল। নীতীশেরও। তাঁকে ইডেনে খেলানো হবে না বলে রঞ্জি খেলতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। নীতীশ কিন্তু মর্নি মর্কেলের ক্লাসে অনেকক্ষণ বল করলেন আলাদা করে।

প্রায় এক ঘণ্টা নেটে কাটালেন শুভমন। (ডানদিকে) চর্চায় সেই ইডেন পিচ। ছবিতে দেখা যাচ্ছে মর্কেল ও গম্ভীরের সঙ্গে সিতাংশু কোটাককে। ছবি— সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

জুরেলই খেলছেন ইডেনে

জুরেলের পায়ে ফুটবল। ইডেনে।

প্রতিবেদন : নীতিশ রেড্ডিকে সিমার-অলরাউন্ডার তৈরির চেষ্টা হচ্ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি মনে হয় ঘুরে যাচ্ছে। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট অন্ধ্রপ্রদেশ ক্রিকেটারের উপর বোধহয় আস্থা হারিয়েছে।

এটা আরও স্পষ্ট হল রায়ান টেন দুশখাতের কথায়। তিনি বুধবার সাংবাদিক সামনে এসে সাফ জানিয়ে দিলেন, নীতীশ ইডেনে খেলছেন না। ঠিক কি বলেছেন সহকারী কোচ? এটাই যে, নীতীশকে নিয়ে আমাদের অবস্থান বদলায়নি। ও অস্ট্রেলিয়ায় খুব বেশি সুযোগ পায়নি। আর এখানকার যা চ্যালেঞ্জ তাতে আমার মনে হয় নীতীশ প্রথম একাদশ মিস করবে। তিনি বলার পরই জানা গেল নীতীশকে ছেড়ে দিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট।

অস্ট্রেলিয়ায় শুরুর দিকে নীতীশ ম্যাচ খেলার জায়গায় ছিলেন। কিন্তু কোয়াড্রিসেপ চোটের কারণে বিশ্রামে চলে গিয়েছিলেন। সুস্থ হলেও পরে আর সুযোগ পাননি। তার আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে নীতীশ দুটি টেস্টে যেটুকু সুযোগ পেয়েছিলেন তাতে খুব বেশি বল করেননি। মেরেকেটে চার ওভার। ব্যাটেও রান ছিল না। খেলেছেন মোটে একটি ইনিংস। তাতে বলার মতো রান ছিল না।

নীতীশ ধ্রুব জুরেলকে জায়গা করে দিচ্ছেন। এ ম্যাচে দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি করার পর জুরেলকে বাইরে রাখার কথা ভাবা হচ্ছে না। এদিন ইডেনে সেন্টার পিচের পাশের নেটে প্রথমে তাঁকে ব্যাট করানো হল ঋষভ পন্থের সঙ্গে। পরে দুজনেই চলে এলেন ক্লাব হাউসের সামনের নেটে। পেসার-স্পিনারদের খেললেন দুজনে। ইডেন টেস্টে দুজনকেই এবার একসঙ্গে খেলতে দেখা যাবে।

দক্ষিণ আফ্রিকা কোচের হুঙ্কার

ঘুরুক না বল, আমরাও তৈরি

প্রতিবেদন : ওদের হাতে স্পিনার আছে? আমাদেরও আছে। যা হবে মাঠে দেখা যাবে।

এমন নয় যে ঠিক এটাই বলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকা কোচ। কিন্তু দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে কার্যত এরকমই কিছু বলে গেলেন তিনি। ঠিক কী বলেছেন শুকরি কনরাড। এটাই যে, আমি বলছি না যে আগে আমাদের হাতে ভাল স্পিনার ছিল না। কিন্তু এখন কেশব মহারাজ, সিমন হার্মার আর সেনুরান মুথুস্বামীকে নিয়ে আরও ভাল স্পিন প্যাক রয়েছে আমাদের হাতে। এবার পিচ যদি স্পিনারদের সাহায্য করে, তাহলে আমরাও ভারতকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারি। আমাদের ব্যাটাররা ভারতে খেলেছে। বিশেষ করে আইপিএলে। আমরা তাই আত্মবিশ্বাসী যে ইডেনে ও সেইসঙ্গে এই সফরে ইতিহাস গড়তে পারব। দক্ষিণ আফ্রিকা কোচের এই আত্মবিশ্বাস এসেছে সাম্প্রতিক পাকিস্তান সিরিজ থেকে। যেখানে দুই টেস্টের সিরিজে এই তিন স্পিনার ৩৩টি উইকেট নিয়েছিলেন। কনরাড আরও বলছিলেন, আমার দেখে মনে হল এই পিচে সিমারদের জন্যও কিছু থাকবে। এখানে বেশ সকালে খেলা শুরু হবে। আমরা আগের দিন বিকেলে প্র্যাকটিস করে দেখেছি বল স্যুইং করছে। আমার মনে হয় শুধু পিচের হাত ধরে এটা হয়নি। তবে দক্ষিণ আফ্রিকা কোচ এরপরও মনে করছেন এই পিচে ঘূর্ণী বোলাররা সুবিধা পাবে। তাঁর কথায়, বল এখানে ঘুরবে। শুধু দেখতে হবে এই বল ঘোরার ব্যাপারটা কত তাড়াতাড়ি ঘটে। এটা বলতে পারি যে আমরা কিছুতেই অবাক হব না। বল ঘুরলেও হব না।

প্রস্তুতি বাভুমার। বুধবার